CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-317 ■ 27 August, 2025 ■ আগরতলা ২৭ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১০ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে ইডি'র দফাওয়ারী হানা

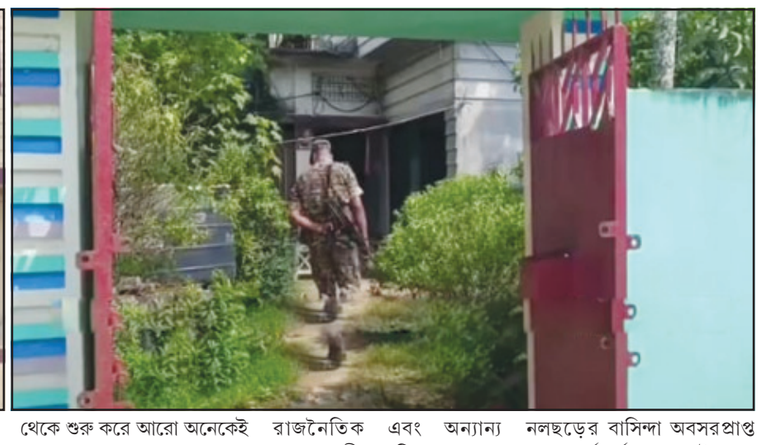

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। মঙ্গলের ভোরের আলো ফুটতেই ত্রিপুরায় চারটি স্থানে ইডি হানা দিয়েছে। আর্থিক দুর্নীতি, জমি মাফিয়া এবং অন্যান্য অনৈতিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে ইডি-র ধরপাকড় শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, একজন ব্যক্তিকে ঘিরেই চারিদিকে তোলপাড় অবস্থা হয়েছে। প্রশ্ন হল, ওই ব্যক্তির সাথে রাজনৈতিক এবং সাধারণ নাগরিকের যোগসাজশের ভিত্তি কিভাবে খোঁজা হচ্ছে, তার কিনারা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, সবই একপ্রকার ধোয়াশার মধ্যে রেখেই আজকের দিনটি পার হয়েছে।

সূত্রের দাবি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিনটি এবং সিপাহীজলা জেলায় একটি স্থানে আজ ইডি অভিযান চালিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় খয়েরপুর, কাঞ্চনপল্লী এবং ক্যাম্পেরবাজার ও সিপাহীজলা জেলায় নলছড়ে ইডি-র আধিকারিকরা ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছেন। ওই তালিকায় প্রাক্তন মন্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে আরো অনেকেই রয়েছেন।

সূত্রের বক্তব্য, খয়েরপুর থানাধীন বোধজং নগর থানাধীন উৎপল কুমার চৌধুরীকে কেন্দ্র করেই আজকে ইডি রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গেও মামলা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তাঁকে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম জড়ানোর ভিত্তি কোথায় রয়েছে। উৎপল কুমার চৌধুরী সম্পর্কে প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা সিপিএম নেতা পবিত্র করের ভাগ্নে হন। তবে, তাঁর আরও একটি পরিচয় রয়েছে। সিপাহীজলা জেলায় মেলাঘর থানাধীন পশ্চিম নলছড়ের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা হারাধন বৈদ্যের জামাতা হন তিনি। আজ ইডি সকাল থেকে তাঁদের বাড়িতেই হানা দিয়েছে।

সূত্রের খবর, ইডি আজ বাধারঘাট নবজাগরণ সংঘের বাসিন্দা পরিতোষ ভৌমিকের ভাড়াটিয়া মিহির ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে

ওয়াশিংটন, ২৬ আগস্ট।। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত সীমিত বাণিজ্যযুদ্ধ ঘোষণা করল যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার জারি করা একটি সরকারি নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে, ভারতের রপ্তানিকৃত বেশিরভাগ পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক (২৫ শতাংশ ট্যাক্স এবং ২৫ শতাংশ জরিমানা) আরোপ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ২৭ আগস্ট রাত ১২টা (ইস্টার্ন টাইম) থেকে, অর্থাৎ ভারতের সময় অনুযায়ী ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে।

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের জারি করা নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, এই ট্যারিফ আরোপের পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে "রাশিয়ার ফেডারেশন থেকে উদ্ভূত হুমকি" এবং ভারতের 'পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে রুশ তেল আমদানি'। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এই পদক্ষেপে চীনকে ছাড় দিয়ে শুধুমাত্র ভারতকে নিশানা করা হয়েছে, যদিও চীন ভারতের তুলনায় অনেক বেশি রুশ তেল আমদানি করে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ভারসাম্যহীন এবং প্রতিশোধমূলক। কেউ কেউ বলছেন, রুশ তেল থেকে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার হচ্ছে, আবার কেউ বলছেন ব্রিকস-এর মাধ্যমে ডলারের আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করায় ভারতকে শাস্তি দিচ্ছেন ট্রাম্প। এমনকি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি আনার দাবিতে ট্রাম্পের ভূমিকাকে ভারত স্বীকৃতি না দেওয়াও এই ট্যারিফের একটি পেছনের কারণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ট্রাম্প নিজে এবং হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লেভিট এই ট্যারিফকে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে না ঝোঁকার বার্তা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘোষণা এসেছে, যা কূটনৈতিক দিক থেকেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

এই সিদ্ধান্তে ভারতের ৮৭.৩ বিলিয়ন মূল্যের মার্কিন রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই প্রভাবিত হবে। বিশেষ করে টেক্সটাইল ও পোশাক, রত্ন ও গহনা, সামুদ্রিক খাদ্য (বিশেষ করে চিংড়ি) এবং চামড়াজাত পণ্যের উপর এই ট্যারিফ কার্যকর হবে। তবে ভারত থেকে আমদানি করা ওষুধ, ইলেকট্রনিকস এবং স্মার্টফোন (যেমন অ্যাপল আইফোন) এই ট্যারিফের আওতার বাইরে থাকবে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই শুল্ক আরোপের ফলে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস পাবে, কারণ প্রতিবেশী দেশগুলি এখনও ১০ থেকে ২৫ শতাংশ শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারছে। এর ফলে মার্কিন বাজারে ভারতের রপ্তানি কমে যাবে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতীয় এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প) খাত, যা বহু মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস।

আর্থিক দিক থেকে, বিশ্লেষকরা পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি ০.২ থেকে ১ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এতে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৭ বিলিয়ন থেকে ২৫ বিলিয়নের মধ্যে। তবে সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনীতি মূলত অভ্যন্তরীণ ভোগব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমে গেলেও সার্বিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

গণেশ পূজার উদ্বোধন

বিরোধীরা সবসময় ধর্মকে আফিম বলে ব্যঙ্গ করেছে ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড শনিতলা এলাকায় বনমালীপুর মন্ডল ও যুব মোর্চার উদ্যোগে ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বজনীন গণেশ পূজা। সোমবার সন্ধ্যায় পূজার উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, একসময় ত্রিপুরায় গণেশ পূজার প্রচলন প্রায় ছিলই না। হাতে গোনা এক-দু'টি সার্বজনীন পূজা হত। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বজনীনভাবে গণেশ পূজার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু সর্বজনীন নয়, বহু বাড়িঘরেও এখন উৎসাহের সঙ্গে এই পূজা আয়োজন করা হচ্ছে।

বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, "বিরোধীরা সবসময় ধর্মকে আফিম বলে ব্যঙ্গ করেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে আমাদের সংস্কৃতিকে অপমান করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর রক্তে-মাংসে ভারতীয় সংস্কৃতি আজও বেঁচে আছে। বিশেষত যুব সমাজ এখন ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন স্থানে এই পূজা আয়োজন করছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।"

তিনি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বনমালীপুর মন্ডল ও যুব মোর্চার সদস্যদের প্রশংসা করেন। স্থানীয় এলাকায় পূজার আবহে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করতে

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান রাজ্য পেল ২৯.৭৫ কোটি

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ।। কেন্দ্রীয় সরকার চলতি অর্থবছরে ত্রিপুরা মিজোরাম এবং উড়িষ্যা- এই তিনটি রাজ্যের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মুক্ত অনুদানের অর্থ রিলিজ করেছে। ত্রিপুরা পেয়েছে ২৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরার ৬০৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৫ টি পঞ্চায়েত সমিতি, আটটি জিলা পরিষদ, ৫৮৭ টি ভিলেজ কমিটি এবং ৪০ টি ব্লক এডভাইজারি কমিটি (বিএসি)'র পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি উড়িষ্যা পেয়েছে ২৪০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা।

২০২৩ — ২৪ অর্থ বছরের অনুদানের অংশ হিসেবে মিজোরামের ৮২৭ টি ভিলেজ কাউন্সিলের জন্য দেওয়া হয়েছে ১৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। উড়িষ্যার ৬০৮৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৬৩ টি পঞ্চায়েত সমিতির জন্য দেওয়া হয়েছে ২৪০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। এটি হলো চলতি অর্থবছরের প্রথম কিস্তির অনুদান। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং জল শক্তি মন্ত্রকের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির গ্রামীণ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা তদন্তে নামল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। সম্প্রতি একের পর এক চুরি ও অপরাধমূলক ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার গতকাল রাতে আমবাসা এলাকায় চাঞ্চল্যকর ডাকাতির চেষ্টার ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। আমবাসায় গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতের দল হানা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে ব্যাংকের কর্মীরা কাজে আসলে দেখতে পান ব্যাংকের প্রধান ফটকের তালা ও গ্রিল ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখেন, ব্যাংকের দরজা এবং লকারের তালা ভাঙা হয়েছে। অফিসের প্রায় সবকিছুই তছনছ করা হয়েছে। ব্যাংকের ভিতরের কাগজপত্র, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, সিসিটিভি ডিভাইস ও অন্যান্য সামগ্রী এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিষয়টি আমবাসা থানায় জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত ডাকাতি এবং ডাকাতরা রাতে ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে প্রবেশ করে।

এক ব্যাঙ্ক কর্মী জানিয়েছেন, ডাকাতের দল টাকা বা মূল্যবান সামগ্রী নিতে পারেন নি। কিন্তু ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরা তছনছ করেছে। ফলে ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, এর আগে সম্প্রতি আমবাসায় কয়েকটি ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটেছিল, যার কোনোটিরই এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত সমাধান হয়নি। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, ব্যাংকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকা এবং রাতে কোনো নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা এ ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে। এ নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

ধর্ষণ মামলায় দুই অভিযুক্তের ১০ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ আগষ্ট।। ধর্মনগর বিশেষ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দুই আসামিকে দশ বছরের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করলেন। ঘটনার সূত্রে জানা যায়, কাঞ্চনপুর এলাকার ১৩ বছরের এক নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তার মা ২০২৩ সালের ১৩ এপ্রিল চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসক পরীক্ষার পর জানান যে মেয়েটি গর্ভবতী। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মেয়েটির মা—বাবা কাজের জন্য বাইরে থাকাকালীন সুযোগ নিয়ে পাশের বাড়ির মসেন্ড শব্দকর ও নির্মল শব্দকর একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করে।

পরবর্তীতে ভুক্তভোগীর মা ২০২৩ সালের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

৪৫জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

সুপার স্পেশালিটি কোর্স চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। রাজ্যে খুব সহসাই সুপার-স্পেশালিটি এবং এমডিএস কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে নবনিযুক্ত মেডিকেল অফিসারদের (চিকিৎসক) নিয়োগ পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চাহিদা ছিল। এখনো এনিয়ে সংকট রয়েছে। আমরা টিপিএসসি'র মাধ্যমে ১৭০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করি। যদিও মাত্র ৪৫ জন প্রার্থী পেয়েছি আমরা। তাই আমরা আবারও বিজ্ঞাপন দেব এবং এই সময়ের মধ্যে আরো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাশ করবেন। যাদেরকে দিয়ে শূন্যতা পূরণ করা যাবে। আমি আজকে যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। মানুষ এবং তাদের সেবার কাজ করার জন্য তৈরি করা হয় ডাক্তারদের। যদিও বিভিন্ন সময়ে ডাক্তারদের নিশানা (সফট টার্গেট) করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন জোরদার করার জন্য কাজ করছে। এর আগে আমরা দেখেছি ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা। তারপরে ধীরে ধীরে মেডিকেল প্রফেশনালদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন আমাদের এমবিবিএসের জন্য ৪০০টি আসন এবং ত্রিপুরায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (পিজি) এর জন্য ৮৯টি আসন রয়েছে। আমরা সুপার-স্পেশালিটি কোর্স শুরু করার চেষ্টা করছি এবং এজন্য এনএমসির সাথে আলোচনা চলছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে আরো প্রায় ১০০ আসনের জন্য আমরা অনুমোদন পেয়েছি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা শুধু ডাক্তারদের অফার প্রদানের মাধ্যমে নয়, অন্যদেরও অফার দিয়ে জনশক্তি বৃদ্ধি করছি। ডাঃ সাহা, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সততার নজির গড়লেন অটোচালক সুজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। আবারও প্রমাণ হলো, আজও সমাজে সৎ মানুষের অভাব নেই। এক অটোচালকের সততা সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

জানা যায়, অটোচালক সুজিত দেবনাথ গতকাল রাতে যাত্রী নিয়ে রওনা দেন। দুই থেকে তিন জন যাত্রীকে তাদের গন্তব্যে নামিয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ তিনি দেখতে পান, তাঁর অটোর ভেতরে একটি মহিলাদের ব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগ দেখে তিনি অনুমান করেন, এটি কোনো এক যাত্রী ভুলবশত ফেলে গিয়েছেন। সততার পরিচয় দিয়ে তিনি সাথে সাথেই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রান্তের প্রতিবাদে সরব বাম-কংগ্রেস, গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রান্তের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস ও সিপিআইএম। বিজেপি সরকারের রাজত্বে বিশালগড়ের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

প্রসঙ্গত, গতকাল স্কুল সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে প্রকাশ্যে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন সড়কের পাশে শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী উপর এলোপাতাড়ি আক্রমণ করেন দুষ্কৃতকারীরা। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। এদিকে, খবর পেয়ে রাতেই সমাজদ্রোহীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিশালগড় থানা দ্বারস্থ হলেন রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বনিক। ওই ঘটনায় গোটা বিশালগড় মহকুমা চড়ে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

আজ ওই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস ও সিপিআইএম। বিজেপি সরকারের রাজত্বে বিশালগড়ের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, গতকাল রাতে বিশালগরের সুপরিচিত একজন শিক্ষককে এলোপাতাড়ি আক্রমণ করা হয়েছে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে বিজেপির শাসনে সমাজে শিক্ষকরা তাঁদের যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না। উল্টো প্রকাশ্যে তাঁদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তাতেই প্রমাণিত বিশালগড়ে আইনশৃঙ্খলা এবং পুলিশ ব্যবস্থা কতোটা দূর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, গতকাল রাতে সাংবাদিকরা বিশালগড় হাসপাতালে আক্রান্ত হয়েছে। বিশালগড়ে জনগণ অরাজকতার পরিস্থিতিতে বাস করছে। এককথায়, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা নির্মাণ

কৃষকদের জমি ও পুকুর নষ্টের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে কৃষকদের জমি ও পুকুর নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জারুইলং বাড়ি এলাকাতে এমনটাই লক্ষ করা গেছে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার এলাকাবাসীদের সূত্রে খবর হচ্ছে, বিগত বেশ কিছুদিন আগে প্রায় তিন কোটি টাকার প্রস্তাবিত বরাদ্দকে সামনে রেখে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক থেকে জারইলং বাড়ির লোকনাথ মন্দির পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তবে রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে দেখা গেছে কারুর পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে কারোর কৃষি জমির মধ্যে রাস্তার মাটি সহ বিভিন্ন পদার্থ পড়ে গিয়ে ক্ষতি সাধন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৭ আগস্ট,২০২৫ ইং
১০ ভাদ্র, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আশায় স্বপ্নের জাল বুনছে সিপিআইএম

ত্রিপুরায় সিপিআইএম সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ত্রিপুরার উপর যথেষ্ট আশাবাদী। কেরালা ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গই সিপিআইএমের অন্যতম ঘাঁটি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সরকার গঠন হইবার পর হইতে সিপিআইএম সেই রাজ্যে অস্তিত্ব সংকটে পড়িয়াছে। এখন সিপিআইএমের সামনে একমাত্র ভরসা কেরালা এবং ত্রিপুরা। ত্রিপুরায় সিপিআইএম ক্ষমতায় না থাকিলেও প্রতিনিয়তই নানা কৌশলে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করিয়া দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকরা মাঠে নামিতে শুরু করিয়াছেন। রাজনৈতিক কৌশলগত দিক দিয়া শিব শাসক দল বিজেপিকে কোণঠাসা করিতে সিপিআইএম নানা আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতারা ময়দান চষিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাতে সাহস বাড়িতে চেয়ে তৃণমূল স্তরের দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের। যাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া চোখ করিয়া বসিয়া ছিলেন তারাও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করিয়াছেন। যদিও নানা কৌশলে বিরোধীদের এসব আন্দোলন কর্মসূচি স্তব্ধ করিয়া দেবার জন্য নানা প্রয়াস জারি রহিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে এইভাবে কোন রাজনৈতিক দলকে আটকাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা স্থায়ী হইতে পারে না। সেই আত্মবিশ্বাস কে পুজি করি আয় সিপিআইএম নেতৃত্ব মাঠ ঘাট চষিয়া বেড়াইতেছেন।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ করিয়া দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি ত্রিপুরায় পার্টির ঘুরিয়া দাঁড়ানো নিয়া প্রবল আশাবাদী। মাণিক সরকার, জিতেন চৌধুরি সহ ত্রিপুরা রাজ্যের শীর্ষ নেতারাও আগামী ২০২৮র বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম এর নেতৃত্বে রাজ্যে পরিবর্তনের প্রশ্নে প্রবল আত্মবিশ্বাসী হইতে দেখা যাইতেছে।ত্রিপুরায় ২০২৩ এর নির্বাচনে সিপিএম কংগ্রেস সহ গোটা বিরোধী শিবির বিজেপির বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করিয়াছিল তাহা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না বিজেপির উত্তর পূর্বের বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা।২০২৮ এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষে

সিপিএম সহ বামপন্থী দলগুলি, কংগ্রেসই বিজেপির বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলিতে মাঠে নামিয়াছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করিতেছেন যে, ভয় ভীতি কাটাইয়া বামপন্থী দল গুলি বিশেষ করিয়া সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা রাস্তায় নামিয়া প্রতিবাদের সাহস দেখানো শুরু করিয়াছেন। এই ধারা অব্যহত রাখা গেলে ও নানা ইস্যুতে গণ আন্দোলন গড়া সম্ভব হইলে ২০২৮ এর নির্বাচনে বিজেপিকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানাইয়া নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হইবে সিপিআইএম। সিপিএমের নতুন সাধারণ সম্পাদক ও প্রকাশ কারাতের মন্ত্রশিষ্য এম এ বেবি ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে নেতা কর্মী সমরথকদের দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়ানোর আর্জি জানাইয়াছেন।তবে পশ্চিমবঙ্গে এখনো তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি এই দুই পোলারাইজেশনকে পিছনে ফেলিয়া বামেদের এগিয়ে যাওয়া কার্য্যত অসম্ভব বলিয়াই মনে করিতেছেন কমিউনিস্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে তুলনামুলক ভাবে ত্রিপুরায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিবার দ্রুত ইঙ্গিত মিলিতেছে তাহা কবুল করছেন সিপিএমের শীর্ষ নেতারা, সিপিএমের অনুভব করিতেছেন সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি, ত্রিপুরার প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকার ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরিরা। তাহাদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখিয়া রাজনীতির আপডেট নিয়া চলিয়াছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এম এ বেবি দলের নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবরের মাধ্যমে ত্রিপুরায় বামেদের ঘুরিয়া দাঁড়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছেন। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মুল্যায়ন যে, ত্রিপুরায় ক্রমেই বিজেপির ৭ বছরের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মানসিকতা গড়িয়া উঠিয়াছে।ফলে সিপিএম তথা বামপন্থীদের সুযোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাজ্যে লগ্নি না হওয়া, ভয়াবহ বেকারত্ব, মুল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সরকারের ব্যর্থতা, সর্বস্তরে চরম দুর্নীতি সরকারকে ব্যকফুটে ফেলিতে চলিয়াছে। সিপিএম সহ বিরোধীদের দুর্বার গণ আন্দোলন সফল হইলে বিজেপি তথা গেরুয়া শিবিরকে কোণঠাসা করা সম্ভব বলিয়াই মনে করিতেছেন রাজনৈতিক মহল। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই রাজ্যে বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হইলেও কি স্বপ্ন সফল হইবে? বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম আসন ভাগাভাগি করিয়া নির্বাচনে লড়াই করিয়াছিল। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া সিপিআইএম যেভাবে ময়দান গরম করিয়া চলিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসকে আসন ছাড়িবার সম্ভাবনা কতটা সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। মনে রাখতে হইবে বিরোধীরা যতই আন্দোলন মুখর হোক না কেন শাসক দল বিজেপি তাহাদের প্রতিহত করিতে কৌশলগত দিক দিয়া চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিবে না।

ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটরিং অ্যান্ড রিসোর্স ইউনিটের উদ্যোগে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটরিং অ্যান্ড রিসোর্স ইউনিট ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে এনপিপিএ এবং 'ফার্মা সঠিক দাম' পরিচিতি" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করল নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, খুঁজুরবাগান, আগরতলা-তে। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং 'ফার্মা সঠিক দাম'মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানানো। যা ওষুধের সঠিক দাম নিশ্চিত করতে একটি কার্য্যকর উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বি. কে. কিলিকদার, টিজেএস (অব.), লোকায়ুক্ত, ত্রিপুরা। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কে. সিনহা, ডেপুটি ড্রাগস কন্টোলার, ত্রিপুরা সরকার; ড. অমিয়া সিনহা, প্রিন্সিপাল, নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল; শ্রী শিশির বানিক, শিক্ষাবিদ; শ্রী অভিজিৎ দাস, ড্রাগস ইন্সপেক্টিং অফিসার; এবং শ্রী দিবাকর পল, প্রকল্প সমন্বয়কারী, টিপিএমআরইউ।

কে. সিনহা তার স্বাগত বক্তব্যে সাশ্রয়ী ওষুধের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "ওষুধ বিলাসিতা নয়, এটি একটি প্রয়োজনীয়তা। এনপিপিএ'র মতো সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যাতে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে। ফার্মা সঠিক দাম-এর মতো টুলস আমাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করছে। এই সেমিনার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

অনুষ্ঠানে টিপিএমআরইউ'র কাজের অগ্রগতির ভিডিও প্রদর্শন এবং ফার্মা সঠিক দাম অ্যাপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়। টেকনিক্যাল সেশনে শ্রী অভিজিৎ দাস এনপিপিএ ও টিপিএমআরইউ-এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শ্রী দিবাকর পল অ্যাপটির ব্যবহার ও সুবিধা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি ড. বি. কে. কিলিকদার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "স্বাস্থ্যসেবার সাশ্রয়ীতা একটি সুস্থ সমাজের মূলভিত্তি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এ ধরনের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে টিপিএমআরইউ-র এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।ওষুধের দাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো ভবিষ্যতের জন্য একটি দায়িত্বশীল ও সচেতন সমাজ গড়ার প্রথম ধাপ।" তিনি আরও বলেন যে **ফার্মা সঠিক দাম-এর মতো অ্যাপ সাধারণ মানুষের হাতে তথ্য পৌঁছে দিয়ে নীতি নির্ধারক ও জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করছে।অনুষ্ঠানে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের শেষ পর্য্যায়ে শ্রী দিবাকর পল বলেন, "এই সেমিনার ত্রিপুরাজুড়ে স্বাস্থ্যসেবায় স্বচ্ছতা ও সাশ্রয় নিশ্চিত করার আমাদের মিশনকে আরও শক্তিশালী করে।"

মোহম্মদ রফি : সকল সময়ের সকল কালের, সকল বিষয়ের শিল্পী

বরুণ দাস

ছোটোবেলায় ইতিহাস পড়তে মোটেও ভালো লাগত না। আসলে ঘটনাপ্রবাহের সাল তারিখগুলো মনে রাখাটাই ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। একদিন ফাঁকা পেয়ে সাহস করে ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে সেকথা বললামও। ভাবছিলাম তিনি হয়তো এই বেয়াদব ছাত্রের ওপর রেগে যাবেন। কিন্তু না, ছাত্রের কথা শুনে তিনি রেগে না গিয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, আচ্ছা ধরো-তুমি গু বাড়ি থেকে স্কুলে এলে। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে যাবে তো। বললাম, হ্যাঁ। এরপর মাষ্টারমশাই বললেন, কিন্তু তুমি যদি বাড়ির রাস্তাটাই ভুলে যাও তো কী হবে? বাড়ি ফিরতে পারবে কী। বললাম, না। ভুলে গেলে ফিরব কিভাবে?

এরপরই মাষ্টারমশাই একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ইতিহাস পড়াটাও কিন্তু ঠিক সেজন্যেই জরুরি। তুমি যদি নিজের বা দেশ-বিদেশের অতীত না জানো, অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ না জানো-তাহলে ভবিষ্যতে এগুবে কী করে? এখানেই ইতিহাস পড়ার বা জানার আসল সার্থকতা। অতীতকে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁর সঠিক ব্যাখ্যাও করতে হবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাহলেই তুমি তোমার জীবনে ঠিকভাবে চলতে পারবে। তা নাহলে তো মুখ থুবড়ে পড়বে। এবার বুঝতে পারছ তো? কথাগুলোর সবটা সেদিন হয়তো বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারি মাস্টারমশায়ের কথার তাৎপর্য।

উল্লেখ্য, মানুষ মরণশীল। জন্ম থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেকার সময়টুকুই জীবন। কে না জানেন, একটা "নির্দিষ্ট" সময়ের পর সব মানুষকেই ফিরে যেতে হয় কোনও এক না ফেরার দেশে। জাতি- ধর্ম- বর্ণ- বিত্ত নির্বিশেষে। এটাই আসলে জাগতিক রীতি। এই জাগতিক (চিরায়তও বটে) রীতি বা প্রথাকে কোনওভাবে অতিক্রম করাই কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তো যাঁরা বিশেষ করে জ্ঞানী- গুণী- শিল্পী- সাহিত্যিক- সংগীতজ্ঞ। ব্যক্তিত্বরা জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম মেনে চলে গেছেন এই মায়া ও মোহময় পৃথিবী ছেড়ে, তাঁদের কথা, তাঁদের কাজ, তাঁদের জীবন নিয়ে প্রয়োজনীয় চর্চা ও চর্য্যা না করলে তাঁদের প্রতিও কিন্তু অবিচার করা হয়।

শুধুই কী অবিচার। না, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে আমাদের নিজেদেরকেও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার ব্যাপার। তাই জন্মশতবর্ষ কিংবা মৃত্যুর পর বিশেষ বিশেষ কালপর্বে শ্রদ্ধার সঙ্গে এমন স্মরণ করা হয় ওইসব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের। যেমন পচিশ - পঞ্চাশ -পঁচাত্তর-শতবর্ষ ইত্যাদি সময়কালে। সংগীতের ক্ষেত্রে - বরেণ্য শিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ চলছে। শতবর্ষে পা রেখেছেন এই উপমহাদেশের ব্যতিক্রমী সংগীতকার মোহাম্মদ রফিজিও। তাঁরই স্মরণে এই লেখা। যে লেখায় আমরা তাঁকে ঠিক মূল্যায়ন নয় (কারণ সে স্পর্ধা এই লেখকের নেই), শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সঙ্গে ভালো লাগার কিছু কিছু কথা উচ্চারণ করা মাত্র। আসলে দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মান, যাঁরা নিজেদের 'দানবিক প্রতিভা'র গুণে (এছাড়া অন্যকোনও প্রাসঙ্গিক শব্দই মাথায় আসছে না) নিজেদের দেশের মানুষকেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের অসংখ্য মানুষদের হৃদয় এবং মনোজগতেও তোলপাড় করে তোলেন। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক তথা সারস্বত জগতে। যেমন সঙ্গীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোরকুমার, গীতা দত্ত, লতা মঙ্গেশকর, বিসমিল্লা খান, উস্তাদ আলাউদ্দিন খান, আলি আকবর খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ রাশিদ খান, উস্তাদ আশিস খান, জাকির হোসেন সহ আরও অনেকে।

এঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য- পরম্পরা ধরে রাখতে না পারলে, আমাদের মনোভূমে তাঁর বীজ বপন করতে না পারলে আমাদেরই অপূরণীয় ক্ষতি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই জন্মশতবর্ষে এঁদের নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা হওয়া দরকার। কতো বড়োমাপের কণ্ঠশিল্পী ছিলেন মোহাম্মদ রফিজি? আধুনিক- রাগাশ্রয়ী- ভক্তি-গজল গানের সফল শিল্পী স্বয়ং পদ্মশ্রী মান্না দে যাঁকে সেরার সেরা বলেছেন- তিনি কতো বড়োমাপের তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেকেই হয়তো জানেন, ২৬ বার তিনি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড-এর জন্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং ৬ বার পেয়েছেনও। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্তি তো আছেই। যদিও ভারতরত্ন পাওয়ার মতোই হাতেখড়ি-সে গুণমানের শিল্পী ছিলেন তিনি। কিন্তু আমাদের দেশে তো প্রতিভার সঠিক বিচার হয় না। "রাজনীতির চোখে" সবকিছু বিচার করা হয়। তাই "কাকস্য পরিবেদন। জন্ম পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরের কোটলা সুলতান সিং গ্রামে ১৯২৪-এ। মাত্র ১৩ বছর বয়সে উন্মুক্ত মঞ্চে তাঁর সংগীত জীবনের হাতে সময়কার স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী কে এল সায়গলের সঙ্গে। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি এই অপরাজেয় কণ্ঠশিল্পীকে। পায়ে শুধুই এগিয়ে যাওয়ার গৌরবময় পালা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওই গৌরবময় পালা থেমে যায় মাত্র ৫৫ বছর বয়সে, ১৯৮১-র ৩১ জুলাই। তাঁর কর্মক্ষেত্র মুম্বাইয়ে।

রবীন্দ্রসংগীতে শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পর সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্রদের কন্ঠে বিশুদ্ধতার শিলমোহর দেওয়া হয়। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসের (যিনি জর্জদা) হৃদয়-নিঙরানো দরদি কণ্ঠের ছাড়পত্র দেওয়া হয় না। শান্তিনিকেতনি স্বরলিপির বাইরেও যে নিজের আশ্চর্য- সুন্দর ঘরানা বা গায়কি-গুনে তা মান্যতা পায় তামাম শ্রোতাদের কাছে তা প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রসংগীতের জগতে "ব্রাত্যজন" শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। পরবর্তীকালে অকাল-প্রয়াত আর এক প্রতিভাবান শিল্পী পীযূষকান্তি সরকারও প্রমাণ করেছেন শুধু স্বরলিপির যান্ত্রিক পথে নয়, নিজস্ব অনুভব আর অনুভূতির দিকটিও কিছুমাত্র উপেক্ষা করার নয়।

সেটাও সঙ্গীত সহ অন্যান্য যেকোনও শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। "ব্যাকরণ"-এর গতানুগতিকতা ভেঙে এগুতে না পারলে কোনও শিল্পেরই যথার্থ উত্তরণ ঘটে না। তবে তার জন্য সেই নির্দিষ্ট মার্গে পৌঁছনো চাই। নিরন্তর সাধনা চাই। অধ্যবসায়। আর নির্বিকল্প নিষ্ঠা। এসব কিছুর সুষ্ঠু ও সাবলীল সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই সেই মার্গে পৌঁছনো যায়। সাধনাই যেখানে প্রথম ও শেষকথা-সেই নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা প্রাজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়েই পা ফেলতে হয়। মোহাম্মদ রফিজিও তেমনি নিজের এক আশ্চর্য-সুন্দর ঘরানা বা গায়কি- গুণে তামাম শ্রোতাদের মন-প্রাণে ঝঙ্কার তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কণ্ঠ দিয়ে শ্রোতাদের তন্ময় করা।

এই স্বকীয়তা, এই কণ্ঠ-মাধুর্য, এই নিজস্ব গায়কি বা ঘরানা সব শিল্পীর মধ্যে থাকে না। যাঁদের মধ্যে থাকে তাঁরাই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জনে সক্ষম হন, অমর হন তাঁর শিল্পী জীবনে। নান্দনিক উৎকর্ষতার চরমে পৌঁছে যান। যেখান থেকে শুধু তামাম শ্রোতাই নন, পরম আরাধ্যজনের (রবীন্দ্রনাথের কথায় "জীবনদেবতা") দর্শনলাভেও হয়তো সমর্থ হন। তালবিদ্যায় পারদর্শী যুক্তিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও অন্ততঃ তাই বিশ্বাস করতেন। ব্যতিক্রমী কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ রফিজির পরিবেশিত গান শুনে আমরা তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়তো উচ্চারণ করি, তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী/আমি অবাক হয়ে শুনি। কেবল শুনি...।

তাঁর সময়ের সেরা কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে মোহম্মদ রফি সর্বাধিক সংখ্যক দ্বৈতসংগীত গেয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, মান্না দে। গেয়েছেন কিশোরকুমারের সঙ্গেও। মুঘল-ই আজম-এ "এ্যা মোহাব্বত জিন্দাবাদ" সমবেত কোরাসে তাঁর সঙ্গে ১০০ জন গায়ক অংশ নেন। যা তখনকার মুম্বই সংগীতজগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মুম্বাইয়ের সফল সংগীত পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল জুটির সংগীত পরিচালনায় ৩৬৯টি গানে অংশ নেন যার ১৮৬টিই একক। এছাড়া স্বনামধন্য সংগীত পরিচালক নওশাদ, ওপি নায়ার, আরডি বর্মন সহ আরও অনেকেই আছেন। স্বয়ং পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে গান শোনানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান নিজের বাসভবনে। রফিজির কোন গান পণ্ডিতজিকে বিমোহিত করেছিল। ফিরে যাই একটু পিছনে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরের বছর। সময়টা ১৯৪৮ সাল। ওই বছর রাজেন্দ্র কিষাণের গীত রচনায় শুনো শুনো এ দুনিয়াওয়ালে বাপুজি কি অমর কাহানি... ব্যাপক সাড়া ফেলে গোটা ভারত জুড়ে। দেশ জুড়ে এই অসম্ভব সাড়া জাগানো গানটিই খোদ শিল্পীর মুখ থেকে শুনতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গেই ডেকে এনেছিলেন শিল্পীকে তাঁর বাসভবনে। আগ্রহভরে শুনেছিলেন তাঁর গান।

কোন ধরনের এবং কোন ভাষায়ই না গান গেয়েছেন তিনি? শাস্ত্রীয়, দেশাত্মবোধক, বিরহ, বিচ্ছেদ, কাওয়ালি, ভজন, ধ্রুপদি রোমান্টিক- সবই এসে মিশেছে তাঁর অমর কণ্ঠে। গান তো নয় যেন অমৃত সুধা দান করেছেন তামাম শ্রোতাদের হৃদয়-মাঝে। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, আরবি, কঙ্কনি, অহমিয়া, ভোজপুরি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, মারাঠি, সিন্ধি, গুজরাতি, তেলগু, তামিল, মাখি মৈথেলি, কাপদভা। এমন কি, গেয়েছেন বিদেশি ভাষা ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, ওলন্দাজ, সিংহলি ভাষায়ও। ভারতের আর কোনও শিল্পীর ভাগ্যেই এমন সুযোগ হয়নি একথা বলাই বাহুল্য। এখানেই রফিজি অন্যান্যদের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে।

ফিস হিট কত ছায়াছবিই যে শুধু তাঁর গানের জন্যেই জনপ্রিয় হয়ে বক্স অফিস করেছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সিনেমার পরিচালক- প্রজোযক লাভের মুখ দেখেছেন এবং একই সঙ্গে ওই ছায়াছবির শিল্পী ও কলাকুশলিরাও। এবং প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরাও। দিনের পর দিন শ্রোতা দর্শকদের মুখে মুখে ফিরেছে সেসব হিন্দি জনপ্রিয় গানের কলি। বিভিন্ন জলসায় সেসব গানের চাহিদা তখন তুঙ্গে। রফি-কর্মীদেরও বাজার ছিল দারুণ রমরমা। প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর একটানা পি রাজ, এস রাজ-এর মতো রফি-কণ্ঠীরা একসময় মঞ্চ কাঁপিয়ে গানের অনুষ্ঠান করেছেন। বলতে গেলে, সত্তর এবং গোটা আশির দশক জুড়ে ছিল শুধুই রফিময়। গীত, গাইড, জঙ্গলী, বাইজু বাওরা, জঞ্জীর, আরাধনা, দোস্তি, তিসরি মঞ্জিল, সরগম, আপ তো অ্যাইয়সা না থী, অমর আকবর অ্যান্টনি, কাশ্মীর কী কলি, পিয়াসা, দো রাস্তে সহ আরও কতোশত ছায়াছবি। সব ছায়াছবির নাম উল্লেখ করতে গেলে এই আলোচনার কলেবর বেড়ে যাবে। শুনলে হয়তো অবাক হবেন, এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী তার "শেষ ইচ্ছে" কী জানতে চাইলে শুনতে চান রফির গান। কী সেই গান। ও দুনিয়া কে রাখওয়ালে, সুন দর্দ মেরে নালে/জীবন অপনা ওয়াপাস লেলে/জীবন দেনেওয়ালে...। প্রিয়পাঠক, একবার ভাবুন তো, শ্রোতাদের মনের কোন গোপন তন্ত্রীতে ঝড় তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ৪৪-এ বোম্বাই (এখনকাব মুম্বাই) আসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪। এই বয়সেই মুম্বাই জয়ের সূচনা পর্ব। পরের বছরই অর্থাৎ ৪৫-এ তাঁর গাওয়া হিন্দি ছায়াছবি মুক্তি পায়। গাঁও কী গোরি। লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোশলের সঙ্গে ডুয়েট। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত হিন্দি গানগুলির মধ্যে আছে-ইয়ে দুনিয়া ইয়ে মেফিল, চূড়ালিয়া হ্যায় তুমনে, ও হাসিনা, তুমঝো মিল গয়ে, চৌধ কা চাঁদ, আজ মৌসম বা দা বেইমান হ্যায়, সিরদ্ধিওয়ালা সহিবাবা সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান। সংখ্যার দিক থেকে কমবেশি প্রায় ২৬ হাজার তো হবেই। কালজয়ী গানের এই বিশাল ভান্ডার তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। কে বলে তিনি নেই শতবর্ষের প্রাতে?

হিন্দি গানের পাশাপাশি বাংলাতেও তাঁর গাওয়া অসংখ্য জনপ্রিয় গান আছে। যেসব গান এখনও আমাদের কাছে এক রত্নখনি বলা যায়। যাকে অনায়াসেই "স্বর্ণযুগের গান" আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন-এখন বিদায় বোলো না, তার চোখে নেমে আসা, নানা না পাখিটার বুকে যেন তীর মেরো না, কথা ছিল দেখা হলো, তোমার নীল দোপাটি চোখ, তোমাদের আশীর্বাদে এই, ওই দূর দিগন্ত পারে, তাঁর চোখে নেমে আসা, গুলমোহরে সাজানো বাগান, আলগা করো খোঁপার বাঁধন, নাইবা পরিলে আজ মালা, তোরা দেখে যা আমিনা, ব্রজো গোপী খেলে হোলি, আজ ও মধুর বাঁশরী বাজে ইত্যাদি অজস্র গান বাঙালি শ্রোতার হৃদয় জুড়ে আছে।

তাঁর শেষ ডুয়েট গান কিশোরকুমার ও আশা ভোঁশলের সঙ্গে। ১৯৮৩-তে। মৃত্যুর দু'বছর পর বের হয়। আর ডি বর্মনের সংগীত পরিচালনায়। ওই শেষ গানের গীতিকার গুলশন বাওরা। কেউ কী তখন ঘুণাক্ষরেও জানতেন এই তাঁর শেষ গান? এই গানের পরই তিনি পাড়ি দেবেন অন্যালোকে। যে লোক থেকে কেউ কোনওদিন ফিরে আসে না। তিনিও আসবেন না। আমরা তাঁর সীমাহীন শোক আর অনন্ত স্মৃতি আঁকড়ে কাটাব আমৃত্যু। যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে থাকবে অপ্রাপ্তির এক গোপন-গহীন বেদনাও। কিন্তু সত্যিই কী অপ্রাপ্তির কিছু আছে? কারণ কালজয়ী তাঁর গান তো থাকবে। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর গানের মধ্য দিয়েই।

ভারত সহ এই উপমহাদেশের পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও তাঁর গানের অসংখ্য শ্রোতাবন্ধু ছড়িয়ে আছেন। অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত তাঁর জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন সেদেশের প্রায় ৫০ জন নামিদামি শিল্পী। তাঁরা জন্মের শতবর্ষে পা রাখা মোহাম্মদ রফিজির স্মরণ অনুষ্ঠানে সংগীতের মাধ্যমে বিনয় শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানান উপমহাদেশের এই বরণীয় এবং স্মরণীয় কণ্ঠশিল্পীকে। তিনি আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই বটে। কিন্তু তাঁর অমৃত-কণ্ঠ আজও আমাদেরকে ভালো লাগার বোধে তন্ময় করে তোলে। সবদিক বিচার করেই তাঁকে বলা হয়- সকল সময়ের, সকল কালের, সকল বিষয়ের শিল্পী।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুধুই কী অবিচার। না, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে আমাদের নিজেদেরকেও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার ব্যাপার। তাই জন্মশতবর্ষ কিংবা মৃত্যুর পর বিশেষ বিশেষ কালপর্বে শ্রদ্ধার সঙ্গে এমন স্মরণ করা হয় ওইসব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের।

পাহাড়ের কোলে গড়া এক অলৌকিক শহর সিচাং

বিশেষ প্রতিবেদন।। বৃহস্পতিবার চিনের লাসার পোতালা প্রাসাদ চত্বরে সিচাং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। তখন ইতিহাসের একটি বড় বাঁক আরও একবার চোখে ধরা দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট ও সিপিসি সাধারণ সম্পাদক সি চিন পিং। এই মুহূর্ত যেন শুধু এক উদযাপন নয়, বরং সিচাং-এর দীর্ঘ পথচলার স্বীকৃতি। একসময় এই ভূমি ছিল দুর্গম, প্রান্তিক আর দারিদ্র্যের প্রতীক। পাহাড়ঘেরা সিচাং-এ মানুষ ও পশুপাল একই ছাদের নিচে জীবন কাটাত, যোগাযোগ ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন, আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল দূরের স্বপ্ন। কিন্তু আজছয় দশক পরএকই সিচাং দাঁড়িয়ে আছে চীনের উন্নয়নের এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে। দারিদ্র্যের গলিপথ থেকে মহাসড়কে গত ৬০ বছরে, সিচাং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল একসময়ের দুর্গম এবং দরিদ্র ভূমি থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে, সিচাং উন্নয়নের এমন একটি পথ অতিক্রম করেছে যা সম্পন্ন করতে বর্তমান উন্নত বিশ্বের কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছে। যেখানে একসময় হাঁটার পথই ছিল না, আজ সেখানে বিস্তৃত ১,২৪,৯০০ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক, ১,৩৫৯ কিলোমিটার রেললাইন আর ১৮৩টি বিমান রুট। সিচাং-এর মানুষ এখন শুধু চিনের ভেতরে নয়, বিশ্বের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, সিচাং অনেক 'সহজাত সীমাবদ্ধতার' মুখোমুখি হয়েছিল: এর উচ্চতা, কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জলবায়ু, অনুন্নত অবকাঠামো এবং পিছিয়ে পড়া মৌলিক শিক্ষা। তবুও, ছয় দশকের অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে, মালভূমির উন্নয়নকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাধাগ্রস্ত করে এমন বহু পুরনো চ্যালেঞ্জগুলি সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাকাব্য তৈরি করেছে। প্রথম ১০০ বিলিয়ন ইউয়ান আঞ্চলিক জিডিপি অর্জনে সিচাং-এর লেগেছিল ৫০ বছর। কিন্তু দ্বিতীয় ১০০ বিলিয়ন ছোঁয়া লাগল মাত্র ছয় বছরে। এখন লক্ষ্য২০২৫ সালে ৩০০ বিলিয়নের ঘরে প্রবেশ করা।

উন্নয়নের চার স্তম্ভ

সিচাং-এর এই রূপান্তরের মূল দর্শন চারটি শব্দে বলা যায়। স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি, পরিবেশ সুরক্ষা, সীমান্ত শক্তিশালীকরণ। সিপিসি'র নির্ধারিত এই নীতিগুলোই সিচাং-কে এগিয়ে নিয়েছে, দিয়েছে স্থায়ী উন্নয়নের দিকনির্দেশ। সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির উজ্জ্বল ছবি নতুন যুগে, নতুন যুগে সিচাং-এর শাসনব্যবস্থার বিষয়ে পার্টির নীতিগুলি 'স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, উন্নয়নকে সহজতর করা, পরিবেশ রক্ষা করা এবং সীমান্ত শক্তিশালী করা'। এগুলি সিচাং-এ কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য মৌলিক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সিচাং সমান গুরুত্ব দিয়েছে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে। আজও রাজা গেসারের মহাকাব্য, তিব্বতি অপেরা বা থাংকা শিল্প নতুন প্রজন্মকে মুগ্ধ করে। বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখানে বসবাস করছে যেন এক পরিবারে, যেখানে ভিন্নতা মিলেছে সম্প্রীতির স্রোতে।

সবুজ পাহাড়ের সোনালি সম্পদ চিনা প্রবাদে বলা হয়: "স্বচ্ছ জল আর সবুজ পাহাড়ই প্রকৃত সম্পদ।" সিচাং এই দর্শনকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। এখানে রয়েছে ৪৭টি প্রকৃতি সংরক্ষণাগার, বাতাসের মান চমৎকার থাকে বছরের ৯৯.৭ দিনে, আর নদী-হ্রদের জল মানেও শীর্ষ পর্যায়ে। কৃষক আর পশুপালকরা পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পাচ্ছেন সরাসরি অর্থনৈতিক সুবিধাএ যেন উন্নয়ন ও প্রকৃতির হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলার এক অনন্য উদাহরণ। বাইরের চোখে সিচাং বিদেশি ভ্রমণকারীরা সিচাং ঘুরে এসে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন "এ যেন কল্পনার বাইরে।" আধুনিক অবকাঠামো, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর সংস্কৃতির বৈচিত্র তাদের চোখে সিচাং-কে করেছে এক বিস্ময়ভূমি। সামনে আরও উজ্জ্বল আগামী শান্তিপূর্ণ মুক্তি থেকে শুরু করে সংস্কার, উন্মুক্তকরণ এবং নতুন যুগের যাত্রাপ্রতিটি পদক্ষেপেই সিচাং প্রমাণ করেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি আর সিপিসির নেতৃত্বের কার্য্যকারিতা। এখন যখন ১৪তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষের পথে আর ১৫তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হচ্ছে, তখন সিচাং প্রস্তুত আরও এক অলৌকিক অধ্যায় রচনার জন্য।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

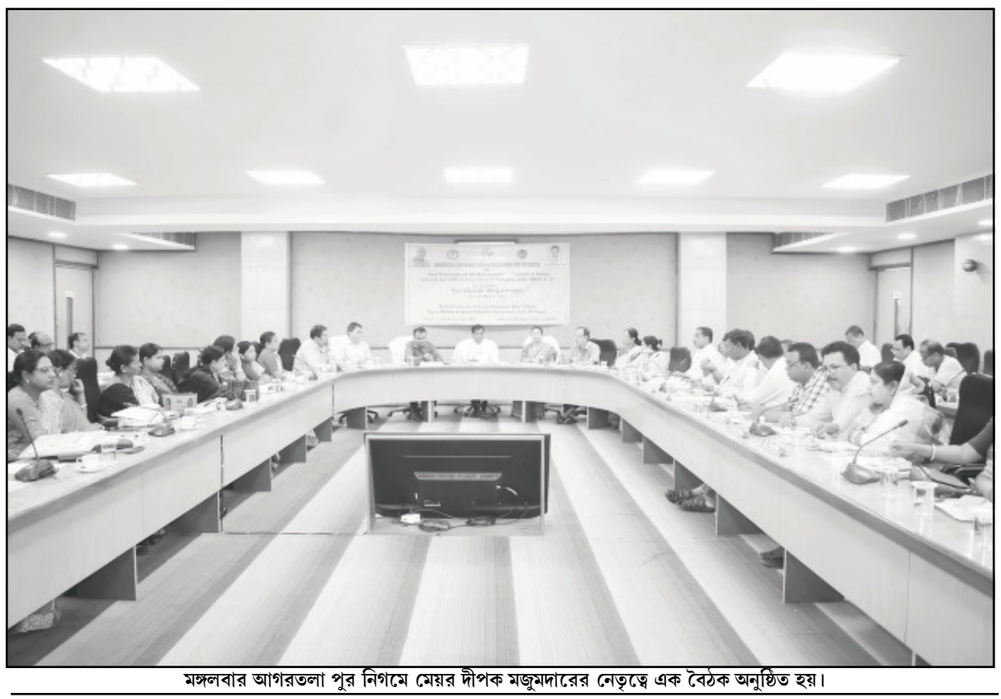

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের দ্বিতীয় বার্ষিক উত্তর-পূর্ব জোনাল সম্মেলন শুরু হয়েছে শিলংয়ে

শিলং, ২৬ আগস্ট ২০২৫, পিআইবি।। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি) এর দ্বিতীয় বার্ষিক উত্তর-পূর্ব জোনাল সম্মেলন আজ মেঘালয়ের শিলংয়ে শুরু হয়েছে।

দুই দিনের এই সম্মেলনে পিআইবি ও সিবিসি'র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অধিকর্তা, ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার, হিসাবরক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মীরাও। এই বার্ষিক সম্মেলনটি উপস্থিত সবার মধ্যে ধারণা বিনিময় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী কৃপা শঙ্কর যাদব আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে সুগমকরণ এবং প্রচার বিষয়ক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য এই ধরনের আঞ্চলিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি, সিবিসির মহানির্দেশক শ্রীমতী কাঞ্চন প্রসাদ তার মূল ভাষণে জাতীয় যোগাযোগ কাঠামোতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল মাধ্যমের উত্থানের সাথে সাথে, প্রাসঙ্গিক এবং বিশ্বাসযোগ্য থাকার জন্য সরকারি যোগাযোগ মাধ্যমকে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তিনি সদর দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস এবং মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলির মধ্যে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং শক্তিশালী সমন্বয়ের গুরুত্বের উপর জোর দেন। সেই সাথে এলাকা-নির্দিষ্ট কর্মসূচি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, ডিআইপিআরের মতো রাজ্য সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করে এই প্রচার স্থানীয় বাস্তবতা এবং অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, এবং সর্বাধিক কার্যকারিতার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করা যায়। পিআইবি ও সিবিসি'র আঞ্চলিক স্তরের কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, সিবিসি সদর দপ্তর চ্যানেলগুলিকে কাটিয়ে উঠতে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল প্রকারের সহায়তা প্রদান করবে।

কারিগরি অধিবেশনের অংশ হিসেবে, গুয়াহাটির আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ইম্ফলের আঞ্চলিক কার্যালয় এ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ উপস্থাপনা তুলে ধরেছে। অধিবেশনগুলিতে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলির মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি নিয়ে আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, সিবিসি (সদর দপ্তর) এর উপ-মহানির্দেশক শ্রী হর্ষিত নারাং ডিজিটাল মিডিয়া জগতে সিবিসির অধীনে উপলব্ধ বিজ্ঞাপনের বিকল্পগুলি সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে ব্যুরো ক্রমে ইউটিউব, গুগল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য উদীয়মান ডিজিটাল চ্যানেলগুলিকে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং পরিমাপযোগ্য প্রভাবের সুযোগ দেয়, যা সরকারি যোগাযোগকে আরও দক্ষ এবং যুব-কেন্দ্রিক করে তোলে।

দিনের শেষে, অংশগ্রহণকারীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত ইউনিটের প্রশাসন, হিসাব এবং বিচারাধীন বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেন। এরপর আউটরিচ কার্যক্রমের জন্য সিবিসি ওয়েবসাইটের উপর একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের প্রচারণার পরিকল্পনা, প্রতিবেদন এবং প্রচারণার জন্য পোর্টালটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গান ও নাটকের একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে প্রথম দিনের কারাক্রমের শেষ হয়। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে পিআইবি'র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেরা অনুশীলনগুলির উপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হবে। এরপর আঞ্চলিকস্তরের শাখা অফিসগুলির মতামত জানা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার আউটরিচ সম্প্রসারণ, হিন্দির ব্যবহার উন্নত করা, পিএফএমএস এবং অ্যাকাউন্টিংয়ে সেরা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান, জ্যাম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্বচ্ছতা কার্যক্রমের পরিকল্পনা সম্পর্কিত অধিবেশনগুলিও সেখানে থাকবে।

অনলাইন ডেলিভারি সংস্থা থেকে মোবাইল চুরিকাণ্ডে গ্রেফতার আরো এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ আগস্ট: কৈলাসহরে অনলাইন ডেলিভারি সংস্থা থেকে মোবাইল চুরি কাণ্ডে গ্রেফতার হল দুই যুবক। আজ ধৃত যুবককে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। কৈলাসহরের একটি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থা থেকে মোবাইল ও ল্যাপটপ চুরির ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে দুই যুবককে।

গত ১৯শে আগস্ট প্রথম অভিযুক্ত চিত্রাঙ্গ সরকারকে আটক করা হয়। তদন্তে উঠে আসে, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধর্মনগরের জীবন দেবনাথ। রবিবার গভীর রাতে তাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান, জীবন দেবনাথ ডেলিভারি সংস্থার কর্মী ছিলেন। তিনি ভেতরের গোপন তথ্য চিত্রাঙ্গ সরকারকে দিতেনকোন ভ্যানে বা কোন প্যাকেটে দামি মোবাইল ও ল্যাপটপ রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে চুরি হত।পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জীবন দেবনাথ অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

অন্তত ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের সীমান্ত দখলমুক্ত রাখতে হবে : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট।। দুই দিনের ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম (ভিভিপি) কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমএইচএ) সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক এই কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রামের লোগো'রও উন্মোচন করেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার, স্বরাষ্ট্র সচিব, গোয়েন্দা ব্যুরো (আইবি) পরিচালক, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সচিব, ভিভিপির প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্য সচিব, সীমান্ত সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর মহানির্দেশক এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম তিনটি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এগুলি হল: সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে অভিবাসন রোধ করা, সীমান্তবর্তী গ্রামের প্রতিটি নাগরিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের শতভাগ সুবিধা পান তা নিশ্চিত করা এবং সীমান্ত ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ভিভিপির অধীনে গ্রামগুলিকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম'-এর ধারণাটি উপস্থাপন করেছিলেন, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করা হবে। প্রতিটি সীমান্তবর্তী গ্রামকে কেবল সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়েই সাজিয়ে তোলা হবে না, বরং এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিককে সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, এই গ্রামগুলিকে দেশ এবং তার সীমান্তের সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের শেষ গ্রামটিকে প্রথম গ্রাম হিসেবে মনোনীত করে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম'-এর আওতায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত গ্রামগুলি কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশ এবং এর সীমান্তের সুরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হবে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বহুমাত্রিক এবং বহুমুখী উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রামগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ, পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ জীবনকে সর্বত্র প্রাণবন্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব, ভিভিপি-তে অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির জেলা কালেক্টর এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) দায়িত্ব কেবল ভিভিপি-তে সীমাবদ্ধ না থাকা এবং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই কর্মসূচির বাইরে কী কী অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা বিবেচনা করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভিভিপি-র লক্ষ্য পূরণের জন্য, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত বিভাগের জন্য এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে নিরাপত্তার জন্য সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে রূপান্তর করার জন্য একসাথে কাজ করা অপরিহার্য।

অমিত শাহ বলেন, প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচির লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য, সরকারি প্রকল্পগুলির ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন, পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, যদি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে হোমস্টে-র মতো উদ্যোগ সম্প্রসারিত করা হয় এবং রাজ্য পর্যটন বিভাগগুলি বুকিংয়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে, তাহলে এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রতিটি পরিবারে কর্মসংস্থান হবে। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে, রাজ্যগুলির গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগগুলিকে এই গ্রামগুলির গর্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে, জেলা কালেক্টররা এই প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যদি গ্রামে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে, তাহলে স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম ছাড়তে চাইবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, তরুণ জেলা কালেক্টরদের নিশ্চিত করা উচিত যে, চ্যালেঞ্জিং ভৌগোলিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও, নাগরিকরা যাতে গ্রাম ত্যাগ না করে এবং গ্রামের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অরুণাচল প্রদেশে ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পর, অনেক সীমান্তবর্তী গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আমাদের দেশের সমস্ত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জন্য একটি বার্তা যে এই গ্রামগুলিতে বিপরীত অভিবাসনের এই প্রবণতা সঠিক দিকে এগিয়ে চলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে বলেছিলেন যে, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন উদ্বেগের বিষয়। তিনি বলেন, ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির কালেক্টরদের এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে এবং বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করে এর সমাধান করা উচিত। সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসংখ্যাগত পরিবর্তন সরাসরি দেশ এবং এর সীমান্তের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি ভৌগোলিক অবস্থার কারণে ঘটছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়; বরং এটি একটি ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ঘটছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যগুলির মুখ্য সচিব এবং সিএপিএফদেরও এই বিষয়টিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

অমিত শাহ বলেন, সরকারি পরিকল্পনার ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জনের জন্য, জেলা কালেক্টরদের বিবেচনা করা উচিত যে তারা কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) সাথে সমন্বয় করতে পারে কিনা। তিনি বলেন, সিএপিএফ স্বাস্থ্য, খেলাধুলা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে পারে। শ্রী শাহ বলেন, অরুণাচল প্রদেশে, আইটিবিপি ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ থেকে দুধ, শাকসবজি, ডিম এবং শস্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ক্ষেত্রে সফলভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তিনি প্রতিটি সীমান্তবর্তী গ্রামে এই পরীক্ষা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। শ্রী শাহ আরও বলেন, সীমান্তে মোতায়েন সেনাবাহিনীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সাথে সমন্বয় করে ভাইব্র্যান্ট ভিলেজে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) এবং জেলা কালেক্টরদের দায়িত্ব হল গ্রাম থেকে সরাসরি সিএপিএফ এবং সেনাবাহিনীর দুধের চাহিদা পূরণের জন্য দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠা করা। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। শ্রী শাহ বলেন, এই পরীক্ষাটি একটি কার্যকর মডেল হিসেবে গড়ে তোলা উচিত এবং প্রতিটি প্রাণবন্ত গ্রামে বাস্তবায়ন করা উচিত, যার নেতৃত্ব দেবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সমস্ত সিএপিএফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মাধ্যমে সেনাবাহিনী এবং জেলা কালেক্টররা। তিনি আরও বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিবাসন রোধ করবে।

অমিত শাহ বলেন, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা থাকা উচিত। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি (ভিভিপি) কেবল একটি সরকারি কর্মসূচি হিসেবে থাকা উচিত নয় বরং প্রশাসনের চেতনায় পরিণত হওয়া উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন এটি প্রশাসনিক নীতিমালায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ভিভিপির অধীনে, এমজিএনরেগার অধীনে নতুন পুকুর নির্মাণ, নিবিড় বনায়ন এবং স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের মতো সম্ভাবনাগুলিও বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি পরামর্শ দেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি-১-এ, প্রচেষ্টা কেবলমাত্র কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি-২-এ, প্রশাসনিক পদ্ধতির পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তিনি সীমান্তবর্তী জেলাগুলির কালেক্টরদের অবৈধ ধর্মীয় দখল অপসারণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই দখলগুলি একটি সুপরিকল্পিত নকশার অংশ। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সীমান্ত থেকে কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত অবৈধ দখল অপসারণ করা উচিত। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, গুজরাট এই ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছে, সমুদ্র এবং স্থল উভয় সীমান্তে অসংখ্য দখলদারদের সেখান থেকে সড়িয়েছে।

প্রদেশ মাইনরিটি মোর্চার উদ্যোগে ডঃ কালাম স্টাট আপ ইয়ুথ এওয়ার্ড প্রদান করা হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডঃ কালাম স্টাট আপ ইয়ুথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিজেপি মাইনরিটি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে ডঃ কালাম স্টাট আপ ইয়ুথ এওয়ার্ড ২.০ রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, বিজেপি মাইনরিটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিল্লাল মিয়া।

এই দিনের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সারা রাজ্য থেকে ৩১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় স্তরের একজন শফিকুল ইসলামকে পুরস্কার তুলে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

শক্তি বাড়াচ্ছে নৌবাহিনী

বিশাখাপত্তনমে একসঙ্গে কমিশন হল আইএনএস উদয়গিরি ও হিমগিরি

বিশাখাপত্তনম, ২৬ আগস্ট: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ মঙ্গলবার বিশাখাপত্তনমে ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডে ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি অত্যাধুনিক মাল্টি-মিশন স্টেলথ ফ্রিগেট, আইএনএস উদয়গিরি এবং আইএনএস হিমগিরি কমিশন করলেন। এই দুটি যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় নৌবাহিনীর 'প্রজেক্ট ১৭এ'-র অংশ, এবং প্রথমবারের মতো দুটি পৃথক শিপইয়ার্ডে নির্মিত ফ্রন্টলাইন কমব্যাট্যান্ট জাহাজ একসঙ্গে নৌবাহিনীতে যুক্ত হল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, এই কমিশনিং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর বাস্তব প্রতিফলন এবং দেশের দ্রুততর নৌসেনা আধুনিকীকরণের সাক্ষ্য বহন করে।

আইএনএস উদয়গিরি মুম্বইয়ের মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড-এ নির্মিত, যা প্রজেক্ট ১৭এ-র দ্বিতীয় জাহাজ। আইএনএস হিমগিরি নির্মিত হয়েছে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এ, যা এই প্রকল্পের প্রথম জাহাজ। উভয় জাহাজই পূর্ববর্তী শিবালিক-ক্লাস ফ্রিগেটের তুলনায় আরও উন্নত, বড় এবং স্টেলথ প্রযুক্তিতে সজ্জিত। প্রায় ৬,৭০০ টন জলচাপ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই ফ্রিগেটগুলি পাঁচ শতাংশ বৃহৎ এবং আরও কম রাডার প্রতিফলনক্ষম। এতে রয়েছে সুপারসনিক সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল, মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল, ৭৬ মিমি এমআর গান এবং ৩০ মিমি ও ১২.৭ মিমি ক্লোজ-ইন অস্ত্র ব্যবস্থা।

নৌবাহিনীর ডিজাইন ব্যুরো-র ডিজাইন করা ১০০তম যুদ্ধজাহাজ হিসেবে আইএনএস উদয়গিরি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি তার শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কমিশনের জন্য প্রস্তুত হওয়া জাহাজ, যার কারণ হল দেশীয় শিপইয়ার্ডগুলিতে প্রয়োগ হওয়া মডুলার নির্মাণ পদ্ধতি। এই দুটি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে অংশ নিয়েছে ২০০-র বেশি এমএসএমই সংস্থা, যার ফলে প্রায় ৪,০০০ জনের সরাসরি এবং ১০,০০০ জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। ৭৫ শতাংশ দেশীয় উপাদানে নির্মিত হওয়ায় এগুলি আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যপূরণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দুটি যুদ্ধজাহাজ কমিশনের মাধ্যমে ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় নৌবহর আরও শক্তিশালী হল এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় এই জাহাজদুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সন্ধান চাই

Ref- Kalyanpur PS GDE No. 18 Dated-17-07-2025

পাশের ছবিটি হল শ্রী দিপঙ্কর পাল (২৮) পিতা- মৃত রাজেন্দ্র পাল, সাং- মণিপুরী পাড়া, থানা- কল্যানপুর জিলা- খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ১৬/০৮/২০২৫ ইং তারিখে তাহার নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায় কিন্তু অদ্যাবধি বাড়িতে ফিরে আসেনি। উক্ত ব্যক্তির দেহের রঙ শ্যামলা, উচ্চতা- ৫ ফুট পড়নে- হাফ পেন্ট এবং হলুদ সার্ট।

উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা
(১) খোয়াই ডি.আই.বি কনট্রোল
(০৩৮২৫-২২২০৮১)
(২) কল্যানপুর থানা
(০৩৮২৫-২৬১২২২)
ICA/D-857/25

ইতি,
স্বাক্ষর-
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক খোয়াই - ত্রিপুরা

Government of Tripura
Directorate of Animal Resources Development P.N Complex, Agartala, West Tripura
No. F. 81/ARDD/S-Cell/SS/2022(Shadow)/9648 Dated, Agt. the August, 2025
WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited to attend a walk-in-interview for engagement of 2 (two) no. Enumerators (1-SC,1-UR) for ISS work under Animal Resources Development Department from the eligible candidates of Tripura, on contractual basis for a period of 11(eleven) months. The details to the terms & condition including application format etc. are available in the Departmental website www.ardd.tripura.gov.in .The interested candidates are requested to download the same & submit it to the interview board along with other relevant documents.

Candidates are to report in the Conference Hall, Directorate of ARDD, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala at 10.30 AM to 1.30 PM on August 2025 (after 1.30 PM reporting time will be closed) as per schedule furnished below:-

Sl. No	Name of the Post	No. of the Post	Date of Interview	Time of Interview	Venue
1.	Enumerator (Contractual basis)	2	29th August 2025	11:00 AM	Conference Hall, Directorate of ARDD, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala

ICA/D- 853/ 25

Conference Hall, Directorate of ARDD, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala

NOTICE INVITING TENDER
PNIT No. DGM/GTED(R)/2025-26/05 Date:- 14/08/2025

On behalf of Tripura Power Generation Limited, sealed tenders in Two Parts as per TPGL regulation are invited by the Deputy General Manager, Gas Thermal Electrical Division, Rokhia from the reputed vehicle owners/individuals having experience in similar nature of work.

Sl. No.	DNIT No.	Description of Work	Estimated Cost	Earnest Money Deposit	Tender Fee
1	DGM/GTED(R)/2025-26/03 Dtd—14.08.2025	Hiring of 1 No Maruti Eeco (Y.O.M-2020 and onwards) under Gas Thermal Power Station, Rokhia, Duty Hours - 14 hours per day for one year, Area- in and around the working jurisdiction of the GTED, Rokhia.	Rs.4,46,486/-	Rs.11,170/-	Rs. 236/-

The other details related to this tender can be seen and downloaded from the website http://tsecl.in. Notification Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.
|CA|C|2020/25

Sd/- Er. V. Jamatia
Deputy General Manager Gas Thermal Electrical Division, Rokhia, Sepahijala, Tripura

PNIET No: 53/EE/CCD/PWD/ 2025-26, Dated, 22/08/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Maintenance and Renovation of Secretariat Building (Block-01)/ SH: Wall panelling, painting, plumbing works, flooring etc. during the year 2025-2026. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https:// tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 52/DNIT/EE/CCD/ PWD/2025-26
Estimated Cost: 7,70,657.00, Earnest Money: `15,413.00 and Time for completion : 60 (sixty) days
Last date & time for online Bidding: 30/08/2025 upto 3:00 PM
ICA/C/ 2026/25

Sd/-
(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

CORRIGENDUM
Dated: 20-08-2025

Due to some unavoidable circumstances, the last date & time for bidding of tender under PNIe-T No: 16/EE/DD/ PWD(R&B)/2025-26 Dated: 18-08-2025 circulated vide Memo No: 3177-3252 Dated: 18-08-2025 of this office is extend up to 3.00 PM on 03-09-2025..
All other terms & condition will be remained unchanged
ICA/C 2014/25

(Er. Pintu Debbarma)
Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division
Dharmanagar, North Tripura

মঙ্গলবার আগরতলায় গণমঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শসা ওজন কমাতে পারে

তবে অতিরিক্ত শসা খাওয়া আবার পেটের জন্য খারাপ গরমের সময় কচকচ করে শসা খেতে বেশ লাগে। অনেকেই এই সবজি ওজন কমানোর মোক্ষম পন্থা হিসেবে বেছে নেন।

তবে খেয়াল রাখতে হবে পরিমাণের দিকে। কারণ বেশি শসা খেলে পেটে গ্যাসের সমস্যা হয়।

তবে অন্যান্য উপকারও আছে। শসার পুষ্টিগুন সম্পর্কে জানানো হলো 'ইটদিস' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

ডায়াবেটিস থেকে বাঁচায়: হার্ভার্ড হেল বলছে, "ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে হলে খাদ্যাভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত 'কার্বোহাইড্রেইট' এড়িয়ে চলতে হবে, চিনি মেশানো পানীয় বাদ দিতে হবে, মাংস খাওয়া কমাতে হবে।"

এগুলো বাদ দেওয়া বা কমানো পাশাপাশি কিছু খাবার যোগ করতে হবে কিংবা খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যে খাবারগুলো 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মান কম।

যেসব খাবারে 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা যত বেশি, সেই খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা ততই দ্রুত বাড়বে। শসার 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মান কম, মাত্র ১৫। এমন খাবার খেলে 'ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স' কমে, যা পক্ষান্তরে টাইপ টু ডায়াবেটিস'য়ের ঝুঁকি কমায়। আর্দতা বাড়ায়: প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করার কোনো বিকল্প নেই। তবে শরীরের আর্দতা বজায় রাখতে শসাও অত্যন্ত উপকারী।

শসার টুকরাকে স্ন্যাকস হিসেবে খেতে পারলে শরীরের আর্দতা বজায় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সনদপ্রাপ্ত পুষ্টিবিদ ক্রিস্টিন গিলেপসি বলেন, "শসার ৯৫ শতাংশই জল। ফলে খেতে কচকচে হলেও আসলে যেন পানিই চিবিয়ে খাচ্ছেন। এতে দৈনিক তরলের চাহিদার কিছু অংশ যেমন পূরণ হবে তেমনি তা শরীরের দৈনন্দিন কার্যাবলি সহজাতভাবে সক্রিয়া রাখতেও সাহায্য করবে।

কমবে ওজন: ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার উপায় আছে অনেকগুলো। এদের মধ্যে একটি হলো শসা। অনেকভাবে খাওয়া যায় এই সবজি, সরাসরি খেতেও তা বেশ সুস্বাদু। এক কাপ শসায় ক্যালরি মাত্র ১৬। অর্থাৎ এর 'এনার্জি ডেনসিটি' কম। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'এনার্জি ডেনসিটি' কম এমন খাবার খাওয়ার সঙ্গে ওজন কমার গভীর সম্পর্ক আছে। আর শসায় জলের মাত্রা বেশি হওয়া তা খাওয়া পেট ভরা অনুভূতি থাকে, ফলে খাওয়া কম হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: জলের পাশাপাশি শসায় ভোজ্য আঁশও থাকে প্রচুর পরিমাণে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতেও শসা উপকারী। ভারতের জাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, "শসার বীজ মূলত কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে। এই বীজের আছে শীতল অনুভূতি।"

পেনিসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি'র অন্তর্ভুক্ত কলেজ অফ মেডিসিন মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন বিভিন্ন খাবারে শসা যোগ করতে। এতে স্বাদে ভিন্নতা আসবে, কোষ্ঠকাঠিন্যও দূরে থাকবে।

পেট ফোলাভাব কমায়: শরীরে জলের মাত্রা যেমন বাড়াবে তেমনি বাড়তি জল শরীর থেকে বের করে দিতেও কার্যকর এই শসা। ফলে পেট ফোলাভাব নিয়ে কষ্ট পাবেন না কানাডার পুষ্টিবিদ লিজা রিচার্ডস বলেন, "শরীরে জল আটকে থাকার সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলে শসায় উপস্থিত। পেটের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও শসা উপকারী। আর এতে থাকা ভোজ্য আঁশ অন্ত্র ভালো রাখে, মল অপসারণ সহজ করে।"

অন্য সমস্যা তবে শসা পেটে গ্যাস বাড়াতে পারে।

'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস'য়ের মতে, 'শসার একটি উপাদান হল 'কিউকারবিটাসিন'। কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদিতেও এই উপাদানটি পাওয়া যায়। আর এর কারণেই কিছু শসা তেতো হয় এবং এর কারণেই শসা খাওয়ার কারণে পেটে গ্যাস হতে পারে।

একবারে অনেকগুলো শসা খেলে এমনটা হয়।

নজরকাড়া ফুল সহস্রবেলি

হাজার বেলি বহুবর্ষজীবী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝোপালো ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। হাজার বেলি, সহস্র বেলি নামে পরিচিত। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটি সাধারণত চাইনিজ বোয়ার নামে পরিচিত। আমাদের দেশে বিশেষত রাস্তার ধার, পরিত্যক্ত জায়গা, জলার ধার ও বনের ধারে এ গাছ অনায়াসে জন্মে। তবে এসব স্থানে ইদানিং এর দেখা কম মিলে। তাছাড়া ফুলপ্রেমির বাগানে চোখে পড়তে পারে। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল ও বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এর গাছ উচ্চতায় গড়ে ৪ থেকে ছয় ৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতির। বোঁটা বেশ লম্বা, রং গাঢ় সবুজ, শিরা-উপশিরা স্পষ্ট, কিনারা হালকা খাঁজ কাটা, রসালো ও নরম মানের হয়। বংশ বিস্তার ঘটে লতার মাধ্যমে। গাছের শাখার অগ্র মাথায় ফুল ফোটে। ফুল ফোটার মরশুম গ্রীষ্মকাল। গন্ধ ও গঠনে বেলি ফুলের সঙ্গে মিল থাকায় আমাদের দেশে এটি হাজার বেলি নামে পরিচিত পেয়েছে। এ ফুলের একটি থোকায় সাধারণত ৫০ থেকে ৬০টি পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল দেখতে প্রায় বেলি ফুলের মতো হলেও হাজার বেলি ফুলের গঠন অনেক বেশি সুগঠিত, দৃষ্টিনন্দন ও নজরকাড়া। এর প্রতিটি ফুলে তিন থেকে পাঁচ স্তর পাপড়ি থাকে। প্রতিটি ফুল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় তিনদিন থাকে। ফুলের রং সাদা থেকে হালকা গোলাপী আভাযুক্ত। থোকায় ফুলগুলো পর্যায়ক্রমে ফোটে। তাই একটি থোকায় প্রায় মাসখানেক ধরে ফুল ও ফুলের সৌরভ বিদ্যমান থাকে। ফুলে রয়েছে মিষ্টি সুঘ্রাণ। তাছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় ফুলে ঘ্রাণের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়। রং আর ঘ্রাণের আকর্ষণে ফুলকে ঘিরে হরেক রকম পতঙ্গের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। হালকা ছায়া থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ, উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু ভূমি ও প্রায় সব ধরনের মাটিতে হাজার বেলি জন্মে।

মতবিরোধে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই বেশি

স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক যতই নিবিড় হোক, মতবিরোধ হবেই। বেশিরভাগ সমস্যাই দিনশেষে ভালোবাসার কাছে হার মানে। তবে কিছু মতবিরোধ থাকে যায় শিকড়ের অনেক গভীরে। ফলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সেখানে ক্রমেই প্রবল হতে থাকে।

'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া- স্যান ডিয়োগো' সম্প্রতি এই বিষয়ে জরিপ চালায়।

'দ্য ইকোনমিক জার্নাল'য়ে প্রকাশিত এই জরিপে মোট ৫, ৩শ' জন জার্মান দম্পতির ২০০৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনের তথ্য বিশ্লেষণ করে।

প্রতি বছরই এই দম্পতিদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়, যার সারমর্ম হল কর্মজীবন, খেলাধুলা, আর্থিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তারা কতটুকু ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক।

পরবর্তী সময়ে জরিপে বিবেচনায় আনা হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংস্কৃতিক অবস্থান, ধর্ম ইত্যাদির ভিন্নতা।

দেখা যায়, স্বামী আর স্ত্রী দুজন কোনো বিষয়ে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক আর কোনো বিষয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ- এই বিষয়ে যে মতবিরোধ থাকে সেটাই তাদের সম্পর্ক টিকবে কী টিকবে না, সেটা বড় নির্ধারক। আর এর মধ্যে আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছায় ভেদাভেদ থাকাটাই সম্পর্কের জন্য সবচাইতে ভয়ঙ্কর। কারণ এই মতোবিরোধের পরিণামে বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা অন্য সব কারণের তুলনায় দ্বিগুন।

'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া- স্যান ডিয়োগো'র 'র‍্যাডি স্কুল'য়ের 'ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটেজি'র সহযোগী অধ্যাপক ড মার্থা সিরা-গারসিয়া, এই জরিপের নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, "সংসারে অর্থ নিয়ে কলহ বাঁধলে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদে গড়ায়। এর পেছনে প্রধান কারণ হল একজন সাবধানে খরচ করতে চায়, আরেকজন চায় তার উল্টোটা।" বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা থেকে আসে বিনিয়োগের চিন্তা। যেমন পরিবারের জন্য বাড়ি কেনা হবে কি হবে না। এই ব্যাপারে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মতের মিল না হলে তা স্বভাবতই ধ্বংসাত্মক।"

তিনি আরও বলেন, "আর্থিক বিষয়ে মতবিরোধের কারণে অনেকসময় একটি পরিবার কোনো বিনিয়োগেই যেতে পারে না। আর সেটাও একসময় সম্পর্কে টানাপোড়ন সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত যদি ভবিষ্যতে নিরাপত্তা বয়ে আনার মতো হয় তবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই উচিত হবে তার জন্য অর্থ জোগাড় করার সম্মিলিত চেষ্টা করা। দুজনার চেষ্টায় ভালো একটা বিনিয়োগ সম্পর্কের ভিত্তিকেও জোরদার করে।" "মনে রাখতে হবে, সংসারের সকল জিনিস তার সদস্যদের সবাই ব্যবহার করেন। তাই সেগুলো কেনা, রক্ষণাবেক্ষণের খরচে সদস্যদেরও অংশগ্রহণ থাকা উচিত। আবার সংসারে দুটো আয়ের উৎস থাকলে সেগুলো সমান নিরাপদ হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ফলে যার আয়ের উৎসে নিরাপত্তা কম, তার ঝুঁকি নিয়ে ভয়টাও থাকবে বেশি।" বলেন এই অধ্যাপক। এভাবেই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে দুজনার মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে একে অপরকে নিরাপত্তা দেওয়া সদিচ্ছা থাকাটাই সমস্যার সমাধান। সময়ের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলায়। জরিপে দেখা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কে থাকা দুটো মানুষ ক্রমেই একে অপরের মতো হতে থাকে। দু'জনার দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের পরিক্রমায় একসময় ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা মিলে যেতেও দেখা যায়। একে অপরের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে যে দম্পতি মতবিরোধ থেকে মতের মিল ঘটাতে পারেন তাদের সম্পর্কের বন্ধনটা হয় অত্যন্ত মজবুত।

বর্ষায় অনেকেরই মাথার ত্বক তৈলাক্ত হওয়া, চুল পড়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়

আর তৈলাক্ততার কারণে মাথায় ময়লা জমে বেশি। ফলে বার বার চুল ধুয়েও উপকার হয় না।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় অ্যারোমাথেরাপিস্ট ডা. ব্লসম কোচার বলেন, "প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈলাক্ত মাথার সমস্যা সমাধান করা যায়।"

তার মতে নিয়মিত এসব পন্থা অবলম্বন করলে মাথার তৈলাক্তভাব অনেকটাই কমে আসবে। পাশাপাশি চুল হবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

নারিকেলের দুধ চুল সুস্থ রাখার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়। তাজা নারিকেলের দুধের সঙ্গে লেবুর রস ও চার থেকে পাঁচ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার এসেনশল তেল মিশিয়ে মাথার ব্যবহার করে, চার পাঁচ ঘন্টা পরে ধুয়ে নিতে হবে।

তৈলাক্ত মাথার ত্বকের চুলে কন্ডিশনার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই এমন একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। শুষ্ক চুলের মতো তৈলাক্ত চুলেও কন্ডিশনার ব্যবহারের প্রয়োজন। এই ধরনের চুলে মাস্ক ব্যবহার না করে হালকা কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত। তৈলাক্ত মাথার ত্বকের খুশকি দূর করতে সারা রাত দুই চামচ মেথি ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন মেথি বেটে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মাথার ত্বকে ব্যবহার করে আধা ঘন্টা পরে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল পরিষ্কার করতে রিঠা বা শিকাকাইয়ের পানি অথবা ভেষজ শ্যাম্পু ব্যবহার করা ভালো।

এক টেবিল- চামচ জলের সঙ্গে ১০ ফোঁটা পাচৌলি এসেনশল তেল মিশিয়ে নিন। আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার ত্বকে এই মিশ্রণ মেখে সাধারণভাবে শ্যাম্পু করে ফেলতে হবে। মাথায় তেল চিটচিটেভাব ছাড়া চকচকে ভাব আনতে শ্যাম্পু করার পরে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার ব্যবহার করা যেতে পারে। এক মগ পানিতে এক চা-চামচ অ্যাপল সাইডার মিশিয়ে তা দিয়ে চুল ধুয়ে নিলে চুলে চকচকে ভাব আসবে। যখন তখন চুলে হাত বোলানো বা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো বন্ধ করতে হবে। এতে মাথার ত্বকের সিবাম নিঃসরণ বাড়ে এবং তেল চিটচিটেভাব সৃষ্টি হয়। তবে চুলের জট ছাড়াতে ও প্রাকৃতিক বাতাস চলাচলের জন্য সাধারণভাবে আঁচড়ানো বা চুলে হাত বোলানো যাবে।

কম সময়ে কম খরচে কম্পোস্ট সার

অল্প খরচে কম সময়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করে চাষিরা তাদের চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। একইসঙ্গে অতিরিক্ত কম্পোস্ট সার বিক্রি করে তারা আর্থিকভাবে লাভবানও হতে পারেন। কম্পোস্ট সার বাড়ির ও খামারের আবর্জনা, লতাপাতা, ঘাস, পুকুরের কচুরিপানা, সবজির খোসা, মাছের কাঁটা, আঁশ, গোবর, গোমূত্র, খড় প্রভৃতি পচিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়াও কম্পোস্ট সার তৈরি করতে আগাছা, গৃহস্থলি ও খামারের আবর্জনা, গরুর গোয়াল ঘরের আবর্জনা, ঘাস, লতাপাতা, কাঠের গুঁড়ো, গোবর জল ও মাটি বা চাষির বাড়িতে থাকা পুরনো কম্পোস্ট সার মিশিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। কম্পোস্ট সার তৈরিতে একটি চৌবাচ্চা প্রয়োজন। চৌবাচ্চাটি ১০ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া এবং ৩ ফুট উঁচু হতে হবে। চৌবাচ্চাটি উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। চৌবাচ্চার তলদেশ যদি পাকা না হয়, তাহলে গোবর ও কাদাজল দিয়ে ভাল করে লেপে দিতে হবে। চৌবাচ্চার উপরে একটি ছাউনি রাখতে হবে। কম্পোস্ট সার তৈরির আবর্জনা লাগবে ১৫০০ কেজি। গোরব প্রয়োজন ১০০ কেজি, শুকনো গুঁড়ো মাটি বা শুকনো কম্পোস্ট ১৫০০ কেজি এবং জল লাগবে ১৩০০ কেজি। প্রথমে আবর্জনা একটি ৬ ইঞ্চির স্তর চৌবাচ্চার মধ্যে তৈরি করে গোবরজল এমনভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে জল চুঁইয়ে বাইরে না যায়, এই স্তরের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ শুকনো গুঁড়ো মাটি বা শুকনো কম্পোস্ট ১৫০০ কেজি এবং জল লাগবে ১৩০০ কেজি। প্রথমে আবর্জনা একটি ৬ ইঞ্চির স্তর চৌবাচ্চার মধ্যে তৈরি করে গোবরজল এমনভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে জল চুঁইয়ে বাইরে না যায়, এই স্তরের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ শুকনো গুঁড়ো মাটি বা কম্পোস্ট বিছিয়ে দিতে হবে।

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

. বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম।

বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়।

বোরন সারের কাজ ঃ গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স /বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ওজন কমাতে বেশি কার্যকর ওটমিল

ওটমিল বা ওটসে রয়েছে নানান উপকারিতা। তবে তা খেতে হবে সঠিক উপায়ে ও পরিমাণে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে নিয়মিত ওটস খাওয়া উপকারী।

হেল লাইন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কানাডা'র পুষ্টিবিদ কেইটি ডেভিডসন বলেন, "ওজন কমানোর লক্ষ্য যাই হোক না কেনো, ওটমিল খাওয়ার সামান্য পরিবর্তন দেহের ওজন বাড়াতে বা কমাতে ভূমিকা রাখে।"

সঠিক ওটস বাছাই করা

ওজন কমাতে চাইলে সঠিক ওটস বাছাই করা উচিত।

ডেভিডসনের মতে, গোল বা স্টিল কাট ওটস বাছাই করা যেতে পারে। ওটস যত কম প্রক্রিয়াজাত করা হবে তাতে আঁশের পরিমাণ তত বেশি ও শর্করার পরিমাণ তত কম থাকে। যা ওজন কমাতে সহায়ক।

পরিমাপের দিকে খেয়াল রাখা

সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেট ভরে ওটস খেতে ইচ্ছা হতেই পারে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে ওটস খাওয়ার আদর্শ মাপ অর্থাৎ শুকনা অবস্থায় আধা কাপের সমান পরিমাপের কথা মাথায় রাখতে হবে।

ডেভিডসন বলেন, "আধা কাপ ওটসে ১৫০ ক্যালরি (রান্না করা হচ্ছে এমন পানীয় যেমন-দুধের ক্যালরি বাদে), পাঁচ গ্রাম প্রোটিন এবং চার গ্রাম আঁশ থাকে।"

শর্করার দিকে খেয়াল রাখা

অনেকে মুখের স্বাদের জন্য নানা রকমের 'ফ্লেইভার' যোগ করা ওটস খেয়ে থাকেন। এই ধরনের ওটসে বাড়তি প্রোটিন ও চিনি যোগ করা থাকে। তাই, কেনার আগে তা দেখে নেওয়া ভালো।

অন্যথায় এই চিনি রক্তের শর্করার ওপর প্রভাব ফেলে এবং দেহে শক্তি কমানোর পাশাপাশি ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে জানান, ডেভিডসন।

স্বাদ বাড়াতে উপকারী উপাদান যোগ করা ওটসের স্বাদ বাড়াতে বাড়তি 'ফ্লেইভার'য়ের প্রয়োজন হলে এতে দারুচিনির গুঁড়া বা সামান্য ভ্যানিলার এসেন্স যোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও, পুষ্টিমূল্য বাড়াতে নানা রকম ফল যেমন- কলা, আম ও বেরি এবং পছন্দের বাদাম বা এক চামচ প্রোটিন পাউডারও যোগ করা যেতে পারে বলে পরামর্শ দেন

মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সিএমপি নেতৃত্ব বীরজিৎ সিনহার নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি, স্কুল বন্ধ ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট:ভারতের আবহাওয়া দফতর আজ দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, ওড়িশা, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের কিছু বিচ্ছিন্ন স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এছাড়াও আগামী ২-৩ দিনে কেরালা, মাহে, কোকণ, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

আজ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, বিহার, গুজরাট, কর্ণাটকের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল, মুজাফফরাবাদ, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং তেলেঙ্গানায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আইএমডি।

পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের একাধিক জেলায় টানা বৃষ্টির ফলে রাবি, বিয়াস ও শতদ্রু নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

পাঞ্জাবের ফাজিলকা, গুরুদাসপুর, হোশিয়ারপুর, কপুরথলা ও ফিরোজপুর জেলার একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। ফাজিলকা ও গুরুদাসপুর জেলা প্রশাসন হাই অ্যালার্ট জারি করেছে এবং ২০টিরও বেশি গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে।

ফাজিলকা প্রশাসন লাউডস্পিকারের মাধ্যমে মহিলাদের, শিশুদের ও প্রবীণদের সীমান্তবর্তী পাঁচটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরের অনুরোধ জানিয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সীমান্ত রক্ষা বাহিনী ও সেনাবাহিনীকে সতর্ক রাখা হয়েছে।

কপুরথলার সুলতানপুর লোধিতে বিয়াস নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ২০টিরও বেশি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোশিয়ারপুরের মুকেরিয়ান সাবডিভিশনের একাধিক গ্রামে বন্যার জল প্রবেশ করেছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় আজ ফাজিলকা, জলন্ধর, কপুরথলা, পাঠানকোট ও গুরুদাসপুর জেলার সব স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে আইএমডি আজ "অরেঞ্জ অ্যালার্ট" জারি করেছে।

এদিকে, হিমাচল প্রদেশেও টানা বর্ষণে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছে।

রাজ্যের সমতল অঞ্চলগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং নদী-নালাগুলি প্লাবিত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আজ কাংড়া ও চাম্বা জেলার জন্য "রেড অ্যালার্ট" এবং অন্যান্য কিছু অঞ্চলের জন্য "ইয়েলো অ্যালার্ট" জারি করেছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আজ কাংড়া, চাম্বা, শিমলা, হামিরপুর, সোলান, মান্ডি এবং কুল্লুর বানজার, আনি ও কুল্লু সাব-ডিভিশনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিমলা আবহাওয়া কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে বৃষ্টিপাতের এই ধারা ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চলতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল রাত থেকে টানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। জম্মু, রেয়াসি, উদমপুর, সাম্বা, কাঠুয়া ও রাজৌরি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পুঞ্চ, রামবান, ডোডা, কিশোয়ার এবং কাশ্মীর উপত্যকার কিছু এলাকাতেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে জম্মু বিভাগের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল আজ দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রাখা হয়েছে।

উত্তর ভারতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি: মানালি-লে সড়কপথ ভেঙে পড়ল, বৈষ্ণো দেবী যাত্রা স্থগিত

মানালি, ২৬ আগস্ট:উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে প্রবল বর্ষণের ফলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের সৃষ্টি হয়েছে। হিমাচলের মানালিতে প্রবল বর্ষণের কারণে বেয়াস নদী উপচে পড়ে, যার ফলে শহরের বিভিন্ন অংশে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে। নদীর প্রবল স্রোতে একাধিক বাড়ি, দোকান ও একটি হোটেল ভেসে যায়। মানালি-লে হাইওয়ের বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক হয়ে উঠেছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের বৈষ্ণো দেবী যাত্রাও সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানালিতে নদীর জলোচ্ছ্বাসে একটি বহুতল হোটেল ও চারটি দোকান ভেঙে পড়ে। পাশাপাশি আলু গ্রাউন্ড পর্যন্ত জলের প্রবেশ ঘটে। মানালি-লে হাইওয়ের একাধিক স্থানে ধস নামায় তা আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাহাং এলাকায় একটি দোতলা বাড়ি, দুটি রেস্তোরাঁ ও দুটি দোকান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

একটি ভারী মালবোঝাই ট্রাক নদীর উত্তাল স্রোতে তলিয়ে যায় এবং পরে সেটির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কুল্লু ও মানালির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাস্তার অংশ নদীতে ধসে পড়েছে।

পাটলিকুহাল এলাকায় বেয়াস নদীর জল ঢুকে পড়েছে বহু ঘরে, ডুবে গেছে একটি মাছের খামার ও একটি ফ্যাক্টরি। ব্লক ফ্যাক্টরির সমস্ত মালপত্র নদীর জলে ভেসে গিয়ে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। গনভি খাদের জলও কুল্লুর একাধিক বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

মন্ডি জেলায় দুইটি বড় ভবন ধসে পড়েছে, যেগুলিতে প্রায় ৪০টি দোকান ছিল। যদিও আগেই ভবন দু'টি 'ঝুঁকিপূর্ণ' ঘোষণা করে খালি করে দেওয়া হয়েছিল, ফলে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। কিন্নৌরের কানভি গ্রামেও আকস্মিক বন্যার খবর মিলেছে।

শিমলা জেলায় অবিরাম বৃষ্টির ফলে ধস, গাছপালা উপড়ে পড়া এবং একাধিক রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে প্রশাসন সরকারি ও বেসরকারি সব স্কুল মঙ্গলবার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়া দপ্তর 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে কাংড়া, চাম্বা ও লাহৌল-স্পিতি জেলার জন্য। এই জেলাগুলিতে অতিভারী থেকে চরম বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উনা, হামিরপুর, বিলাসপুর, সোলান, মান্ডি, কুল্লু এবং শিমলার জন্য 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে।

হিমাচলে এই বছরের বর্ষা মরসুম এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০ জুন থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত, রাজ্যে বন্যা, ধস ও জলে ডুবে যাওয়ার কারণে কমপক্ষে ১৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৮ জন এখনও নিখোঁজ বলে জানিয়েছে রাজ্যের স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এসইওসি)। বন্যা পরিস্থিতির জেরে রাস্তা, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বহু এলাকা এখনও বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।

মানালিসহ গোটা হিমাচল প্রদেশ ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি নদীগুলির হঠাৎ প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলগুলি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করছে, কিন্তু আবহাওয়ার অবনতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য রাজ্যজুড়ে প্রার্থনা চলছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সংস্থা (আর.এল.বি) এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির (পি.আর.আই) জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কিস্তির অর্থ রিলিজ করেছে। উল্লেখ্য, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান একটি আর্থিক বছরে ২ টি কিস্তিতে রিলিজ করা হয়।

গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা (আর. এল. বি) এবং পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থা গুলিতে (পি. আর. আই) বেতন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় ব্যতীত সংবিধানের একাদশ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ঊনত্রিশ ২৯ টি বিষয়ের আওতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এই আন টাইড ফান্ড ব্যয় করা হয়। অপরদিকে পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত মেয়াদি সময়ের অনুদানসমূহ (ক) স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের মৌলিক পরিষেবা দিতে এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করার পরিস্থিতি থেকে মুক্ত বা ওডিএফ স্থিতি রক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এদেরই মধ্যে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত গৃহস্থালীর বর্জ্য এবং মল ব্যবস্থাপনা ও এর প্রক্রিয়াকরণ এর কাজও। এবং (খ) পানীয় জল সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং জলের পুনর্ব্যবহার।

রাজ্যে ইডি'র

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথের ঘরেও তল্লাশি করেছে। এছাড়া, এডি নগর থানাধীন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত দমকল কর্মী স্বরূপ বনিকের বাড়িতেও তল্লাশি করেছে। সূত্রের দাবি, তাঁর ভাই টিসিএস অফিসার সোমেশ বণিক। তিনি বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসে কর্মরত রয়েছেন।

আজকের ইডি-র দফাওয়ারী তল্লাশিতে স্পষ্ট, যাঁদের বাড়িতে অভিযান চলেছে তাঁদের সাথে উৎপল কুমার চৌধুরীর যোগসূত্র রয়েছে। কারণ, কলকাতায় অনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া বেআইনি কাজ ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। তবে, ইডি আজ কাউকে গ্রেফতার করেছে এমন খবর এখনো প্রকাশ হয়নি।

তাছাড়া, আজকের এই অভিযান ঘিরে ইডি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি সংবাদ লেখা পর্যন্ত দেয়নি। ফলে, আজকের অভিযানের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিনাম সরকারিভাবে কিছুই জানা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে, সূত্রের খবরে স্পষ্ট, বড় ধরণের আর্থিক নয়ছয়ের ফলেই ইডি আজ ত্রিপুরায় হানা দিয়েছে। যার কেন্দ্রে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উৎপল কুমার চৌধুরী রয়েছেন।

কৃষকদের জমি ও

● প্রথম পাতার পর

করছে। রাস্তার পাশের পাকা ওয়াল নির্মাণ করতে গিয়ে পার্শবর্তী পুকুরে ব্যাপক মাছের মড়ক হয়েছে এমন অভিযোগও সামনে এসেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার সাধারণ মানুষের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের প্রয়োজনে রাস্তা গুণমান বজায় রেখে নির্মাণ করা হোক, তাদের আপত্তি নেই, তবে কোনোভাবেই যাতে এই রাস্তা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীদের ক্ষতি সাধন না হয় এই বিষয়টা যাতে করে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টর সহ কর্তৃপক্ষ নজরে রাখেন এই বক্তব্য এলাকার বিভিন্ন অংশের।

ধর্ষণ মামলায় দুই অভিযুক্তের

● প্রথম পাতার পর

২৩ এপ্রিল কাঞ্চনপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে নরেন্দ্র রিয়াং বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দেন। মোট ২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের পর ১৮ আগস্ট মামলার চূড়ান্ত শুনানি হয় এবং আজ রায় ঘোষণা করা হয়।

বিচারক মসেন্ড শব্দকর ও নির্মল শব্দকরকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২)(ই) ধারায় ১০ বছরের জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং পক্সো আইনে পৃথকভাবে ১০ বছরের জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের জেল প্রদান করেন।সরকারি পক্ষের আইন

সুপার স্পেশালিটি

● প্রথম পাতার পর

যিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও, বলেছেন একজন ডাক্তারকে প্রথমে নিট (এনইইটি) উত্তীর্ণ হতে হয়, তারপরে এমবিবিএস কোর্সে পড়াশুনা করতে পারে। আর চার বছর পরে কমপক্ষে ৫০ নম্বর নিয়ে এমবিবিএস পাশ করতে হয়। ডাক্তার হওয়ার জন্য তাদের খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা বিডিএস কোর্স শুরু করেছি এবং এমডিএস কোর্সও শুরু করা হবে। বিএসসি নার্সিংয়ের জন্য ৫০টি আসন রয়েছে। একটা সময় নার্সিং স্টাফের সমস্যা ছিল। এখন আমরা সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য কাজ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি। আমি নব নিযুক্তিপ্রাপ্ত ডাক্তারদের বলতে চাই যে রোগীদের সমস্যাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং সময়মতো কাজ করতে হবে। চিকিৎসকদের অবশ্যই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা বাইরে রেফারের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য কাজ করছি।

এদিন এই কার্যক্রমে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচিব রাজীব দত্ত, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ। এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ৪৫ জন নবনিযুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সততার নজির গড়লেন

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ করেন স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে। এরপর সাংবাদিকদের সহযোগিতায় রাতেই তিনি ব্যাগটি জমা দেন পশ্চিম থানায়।

রাতেই সামাজিক মাধ্যমে ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই হারানো ব্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ে। আজ সকালে সেই সংবাদ দেখে ব্যাগের প্রকৃত মালিক থানায় এসে যোগাযোগ করেন। পুলিশ ব্যাগটি যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর হাতে তুলে দেন।

জানা গেছে, ব্যাগটির ভেতরে ছিল নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। ব্যাগ হারিয়ে মালিক প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুজিত দেবনাথের সততার কারণে তিনি পুনরায় তাঁর যাবতীয় সামগ্রী ফিরে পান।

ব্যাগটি ফিরে পেয়ে মহিলা বলেন, তিনি ভেবেছিলেন আর কখনও ব্যাগটি ফিরে পাবেন না। কিন্তু সুজিত দেবনাথের মতো সৎ মানুষের জন্য আজ সবকিছু সহ ব্যাগটি ফিরে পেয়েছেন। তাঁকে এবং সংবাদ মাধ্যমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই মহিলা।

এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ অটোচালক সুজিত দেবনাথকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। অনেকেই মনে করছেন, তাঁর এই সততা সমাজের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বিশালগড়ে শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

গোটা বিশালগড়বাসী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাই পুনরায় বিশালগড়ে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিককের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

পাশাপাশি, বিশালগড়ের চলমান বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিপিআইএমের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে। এদিন এক বাম নেতা বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতা এসে সিপিআইএমের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিপিআইএমের অফিস ভাঙচুর এবং আগুন লাগানো হয়েছিল। বিগত দিনে বিজেপির দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা সিপিআইএম কর্মী আক্রমণের শিকার হয়েছিল। ওই সময় সিপিআইএমের তরফ থেকে বলা হয়েছিল এই আক্রমণ শুধু কমিউনিস্টের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে না আগামীদিনে গোটা রাজ্যবাসীর উপর আক্রমণ করা হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নেশাকারবার থেকে শুরু ব্যাভিচার সমস্ত কিছুতেই শাসকদল শিরোনাম কেড়ে নিয়েছে। শাসক দল অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। এখন নিজের দলের লোকদেরই আক্রমণ করতে একবারও ভাবছে না। এর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যবাসী একত্রে লড়াইয়ে এগিয়ে আসবেন, বলে দাবি করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ঘোষণা: ইউপিএস থেকে এনপিএস-এ এককালীন রূপান্তরের সুবিধা চালু

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট: কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ইউনিফাইড পেনশন স্কিম থেকে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম-এ এককালীন, একমুখী রূপান্তরের সুবিধা চালু করেছে। সরকারি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই সুবিধা কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হবে তাঁদের অবসর গ্রহণের এক বছর আগে পর্যন্ত অথবা স্বেচ্ছা অবসরের তিন মাস আগে পর্যন্ত।

তবে যারা বরখাস্ত, অপসারিত বা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন, তারা এই রূপান্তর সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন না। একবার এই রূপান্তর গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ইউপিএস -এর অধীনস্থ সমস্ত সুবিধা (বিশেষ করে আশ্বাসপ্রাপ্ত পেনশন) পাওয়ার অধিকার হারাবেন।

রূপান্তরের সময়, সরকারের ৪ শতাংশ অতিরিক্ত অবদান সংশ্লিষ্ট কর্মীর এনপিএস কোরপাসে যুক্ত করা হবে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল পেনশন সুবিধাকে আরও সহজ ও নমনীয় করা এবং দীর্ঘমেয়াদি অবসর পরিকল্পনা হিসেবে এনপিএস-এর গুরুত্বকে জোরদার করা।

২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ইউপিএস চালু করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মীদের জন্য, যারা ইতিমধ্যে এনপিএস-এর আওতায় রয়েছেন। ইউপিএস-এর আওতায় কর্মীরা নির্ধারিত পেনশন পাবেন। অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৩১,৫৫৫ জন কেন্দ্রীয় সরকার কর্মী ইউপিএস বেছে নিয়েছেন। এই স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। এনপিএস-এর অধীনে ইউপিএস একটি বিকল্প হিসেবেই চালু হয়েছে, যাতে কর্মীরা তাদের পেনশন পরিকল্পনা নির্ধারণে আরও স্বাধীনতা পান।

ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা বার্তার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

কিয়েভ, ২৬ আগস্ট: ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে উষ্ণ শুভেচ্ছা পাওয়ার পর ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম "এক্স"-এ একটি পোস্টে জেলেনস্কি বলেন, 'ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে উষ্ণ শুভেচ্ছার জন্য প্রধানমন্ত্রী-কে ধন্যবাদ। শান্তি ও সংলাপের প্রতি ভারতের নিষ্ঠা আমরা মূল্যায়ন করি।' তিনি আরও লেখেন, "আজ যখন সমগ্র বিশ্ব এই ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মানজনক ও স্থায়ী শান্তির মাধ্যমে সমাপ্তি চায়, তখন আমরা ভারতের অবদানের প্রত্যাশা করি। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যতই জোরালো হয়, ততই বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়শুধু ইউরোপ নয়, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও।" এই বার্তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি চিঠিও শেয়ার করেছেন। চিঠিতে মোদী ইউক্রেনবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান এবং গত বছর কিয়েভ সফরের স্মৃতিচারণ করেন।মোদী লেখেন, "আমি এই সুযোগে আপনাকে এবং ইউক্রেনের জনগণকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। গত বছর আগস্টে কিয়েভ সফরের স্মৃতি আমার কাছে উজ্জ্বল। সেই সফরের পর থেকে ভারত-ইউক্রেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা প্রশংসনীয়।"চিঠিতে তিনি ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, "ভারত সবসময় শান্তির পক্ষে কথা বলেছে। সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সংঘাতের দ্রুত, টেকসই ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে কোনও আন্তরিক প্রয়াসে ভারত সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে প্রস্তুত।" এছাড়াও তিনি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেছেন।এই শুভেচ্ছা বিনিময় এমন সময়ে ঘটল, যখন ভারত ও ইউক্রেনের কূটনৈতিক যোগাযোগ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ওলেক্সান্দর পলিশচুক সম্প্রতি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং উভয় পক্ষ সফরের তারিখ চূড়ান্ত করার জন্য কাজ করছে।রাষ্ট্রদূত বলেন, ভারত 'নিরপেক্ষ নয়', বরং শান্তি ও সংলাপকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। এর আগে ভারতের স্বাধীনতা দিবসে জেলেনস্কি ভারতকে বৈশ্বিক শান্তি প্রচেষ্টায় অবদান রাখার আহ্বান জানান এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিতে সহযোগিতার সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন।

দুই দেশের শীর্ষ নেতার বার্তায় শান্তিপূর্ণ সমাধান, সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারতের 'সুদর্শন চক্র' হবে আইরন ডোমের মতো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান

মহু, ২৬ আগস্ট: ভারতের নিজস্ব আইরন ডোম-সদৃশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'সুদর্শন চক্র' গুরুত্বপূর্ণ সামরিক, বেসামরিক এবং জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনাগুলিকে সুরক্ষা প্রদান করবেএমনটাই জানালেন ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান। তিনি বলেন, এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে 'ঢাল এবং তরবারি'দুটোই।

আজ মধ্যপ্রদেশের আর্মি ওয়ার কলেজে অনুষ্ঠিত দুই দিনের ত্রি-সেনা সংলাপ 'রণ সংবাদ - ২০২৫' - এর উদ্বোধনী দিনে জেনারেল চৌহান বলেন, এই ব্যবস্থায় শত্রুর আকাশপথের হামলা চিহ্নিতকরণ, শনাক্তকরণ এবং ধ্বংস করার জন্য শক্তিশালী অবকাঠামো এবং প্রক্রিয়া গড়ে তোলা হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে উভয় ধরনের দক্ষতাসফট স্কিল ও হার্ড স্কিলের সমন্বয়।

তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সংঘর্ষ 'অপারেশন সিন্ধুর' থেকে অনেক শিক্ষা মিলেছে, যার কিছু ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে, এবং বাকি অংশ বাস্তবায়নের পথে।

ভারতের শান্তিপ্রিয় মনোভাবের কথা উল্লেখ করে চৌহান বলেন, "ভারত শান্তিকামী দেশ, তবে ক্ষমতা ছাড়া শান্তি কেবলই কল্পনামূলক।"

সামরিক কৌশলের উপর প্রযুক্তির আধিপত্যকে তুলে ধরে জেনারেল চৌহান বলেন, আগামী দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর আলাদা আলাদা সীমা আর কার্যকর থাকবে নাসেগুলো হবে যৌথ ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার।

তিনি আত্মনির্ভর ভারতের (আত্মনির্ভরতা বা আত্মনির্ভরতা) গুরুত্বের কথা তুলে ধরে বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন, ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক সাপোর্ট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির সমন্বয়ে ভারতের সামরিক সক্ষমতা আরও উন্নত হবে।

সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা প্রধান।

মঙ্গলবার আগরতলায় গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

অসম-ত্রিপুরা সীমান্তে পুলিশের বড় সাফল্য: ৩ কোটি টাকার অবৈধ কোডিনযুক্ত কাশির সিরাপ জব্দ, দুইজন গ্রেফতার

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট : অসম পুলিশের একটি বিশেষ অভিযান থেকে বড়সড় মাদক পাচার চক্রের হদিস মেলেছে। শ্রীভূমি জেলার চুরাইবাড়ি আউটপোস্টে গাড়ি তল্লাশির সময় ৩০ হাজারের বেশি বোতল কোডিন ফসফেটযুক্ত অবৈধ কাশির সিরাপ জব্দ করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। এই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শ্রীভূমি জেলা এবং অসম-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজরদারির মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে অবৈধ মাদক পাচারের তথ্য সংগ্রহ করছিল পুলিশ। সেই অনুসন্ধান এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি আউটপোস্টে একটি সন্দেহজনক গাড়িকে আটক করা হয়। গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়, যা কোডিন ফসফেট উপাদানযুক্ত।

কোডিন ফসফেট মূলত হালকা থেকে মাঝারি ব্যথা ও কাশি উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে এটি একটি নিয়ন্ত্রিত ওষুধ। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা তৈরি হয়, যার ফলে এটি মাদক হিসেবে অপব্যবহৃত হয়। এই সিরাপ অবৈধভাবে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি ও ব্যবহার করা হত বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা।

এই বড়সড় সফল অভিযানের পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অভিযানকে "মাদকবিরোধী যুদ্ধে এক শক্তিশালী আঘাত" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা মাদকমুক্ত অসম গঠনের লক্ষ্যে অটল, এবং এই ধরনের অভিযান আমাদের দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ।"

অসম পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এবং পাচার চক্রের মূল উৎস ও বিতরণ ব্যবস্থার সন্ধানে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। শ্রীভূমি জেলার এই অঞ্চলে মাদক পাচারের অভিযোগ আগে থেকেই চরম ছিল, তাই এই অভিযানকে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনিক সাফল্য বলে মনে করছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাচারকৃত সিরাপের বিপজ্জনক দিক হল, তরুণ ও অসচেতন জনগোষ্ঠী এটি সহজে পেয়ে আসক্তির শিকার হচ্ছেন। তাই প্রশাসন অবৈধ মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে।

কোডিন ফসফেট জাতীয় ওষুধের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার মাদকাসক্তি তৈরি করে যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য শুধু আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, বরং জনসচেতনতা বাড়ানোও প্রয়োজন।

অসম প্রশাসন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জনসচেতনতা কর্মসূচি ও শিবির পরিচালনা করে আসছে যাতে করে মাদকাসক্তি থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নীরজ চোপড়া জুরিখ ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে প্রতিযোগিতা করবেন, লক্ষ্য শিরোপা জয়

জুরিখ, ২৬ আগস্ট: ভারতের জ্যাভেলিন তারকা এবং দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়া বৃহস্পতিবার জুরিখে অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে অংশ নিতে চলেছেন। রাত ১১টা ১৫ মিনিটে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) প্রতিযোগিতাটি শুরু হবে।

নীরজ চোপড়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ যেমন গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স, জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার, কিশর্ন ওয়ালকট, আন্দ্রিয়ান মারদারে, কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো এবং স্বাগতিক সুইজারল্যান্ডের সাইমন ভেইল্যান্ড।

২০২২ সালের ডায়মন্ড লিগ চ্যাম্পিয়ন নীরজ ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে রানার-আপ হয়েছিলেন। চলতি বছরে তিনি মাত্র দুটি কোয়ালিফাইং ইভেন্টে অংশ নিয়ে চতুর্থ স্থান অর্জনের মাধ্যমে ফাইনালে কোয়ালিফাই করেন। মে মাসে দোহা লেগে তিনি ৯০.২৩ মিটার থ্রো করে মৌসুমের সেরা ফলাফল করলেও দ্বিতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জুনে প্যারিস লেগে ৮৮.১৬ মিটার ছুঁড়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

এই মৌসুমে মোট ছয়টি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চারটি জিতেছেন এবং দুইটিতে দ্বিতীয় হয়েছেন। সর্বশেষ তিনি জুলাই ৫ তারিখ বেঙ্গালুরুর 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক'-এ ৮৬.১৮ মিটার ছুঁড়ে জয় লাভ করেন।

ডায়মন্ড লিগ একটি বিশ্বমানের একদিনের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা সিরিজ, যার চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি ইভেন্টে 'উইনার-টেকস-অল' ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করা হয়। বিজয়ীরা পান ডায়মন্ড ট্রফি এবং টোকিওতে ১৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ চ্যাম্পিয়নশিপে সরাসরি অংশগ্রহণের ওয়াইল্ড কার্ড।

পুরুষদের জ্যাভেলিন ফাইনালের বিজয়ী পাবেন ৩০,০০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার, দ্বিতীয় স্থানে থাকলে ১২,০০০ এবং তৃতীয় স্থানের জন্য থাকবে ৭,০০০ ডলার পুরস্কার। এবারের ডায়মন্ড লিগে ৩২টি ইভেন্টের মধ্যে ৮টিতে পুরস্কার অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা ধরে রাখার লড়াই শুরুর আগে জুরিখের এই প্রতিযোগিতা নীরজ চোপড়ার জন্য হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

মণিপুরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে দুই জঙ্গি গ্রেফতার, বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার

ইমফল, ২৬ আগস্ট : মণিপুর পুলিশের নেতৃত্বে ২৪ ও ২৫ আগস্ট রাজ্যজুড়ে চালানো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার এবং কাকচিং জেলার একটি গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)-এর সদস্য ওনাম সোমেনচন্দ্র সিং এবং পিপলস লিবারেশন আর্মির সদস্য ফঞ্জৌবাম রমনন্দ সিং।

৪১ বছর বয়সী ওনাম সোমেনচন্দ্র সিংকে ইমফল পশ্চিম জেলার তাওথং খুনৌ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি 'মাচা', 'লাঙ্গাম্বা' ও 'মইরাংজাও' নামে একাধিক ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি উপত্যকা অঞ্চলে চাঁদাবাজি ও সাধারণ নাগরিকদের হুমকি প্রদানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল ও ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়েছে। একই দিনে ইমফল পূর্ব জেলার হুইকাপ মাখা লেইকাই এলাকা থেকে পিএলএ সদস্য ২৩ বছর বয়সী ফঞ্জৌবাম রমনন্দ সিংকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অভিযানের পরবর্তী ধাপে, ২৫ আগস্ট কাকচিং জেলার সিংটম গ্রাম থেকে পুলিশ একটি গোপন অস্ত্রভাণ্ডারের হদিস পায়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি ইনসাস রাইফেল, একটি বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল, দুটি ৫১ মিমি মর্টার, সাতটি স্বনির্মিত বিস্ফোরক, চারটি পম্পি লঞ্চার, ৫৬টি তাজা গুলি, টিয়ার গ্যাস সেল, কৌশলগত সামগ্রী ও যোগাযোগের ডিভাইস। পুলিশ জানিয়েছে, এই অস্ত্রগুলি বড় ধরনের নাশকতার জন্য ব্যবহার করা হতো।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযান জঙ্গি সংগঠনগুলোর ওপর বড়সড় আঘাত হেনেছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ তৎপরতা থামিয়ে দিতে সহায়ক হবে। মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের 'জিরো টলারেন্স' নীতি চালু রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান জোরদার করা হবে।

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৫-এর জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতজন শিক্ষক নির্বাচিত

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট : জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ঘোষিত জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৫-এর জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতজন শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত এই পুরস্কার আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে তুলে দেওয়া হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৪৫ জন শিক্ষক এই সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন, যাঁদের প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার, একটি রৌপ্যপদক এবং একটি প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে।

উত্তর-পূর্ব থেকে মনোনীত শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের পাপুম পাড়ে জেলার গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারি স্কুল, পাচিন-এর নাং একথানি মউংলাং, যিনি পার্বত্য অঞ্চলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নাগাল্যান্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন কোহিমার ভিসওয়েমা গ্রামের জন গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পেলেনো পেতেনিলহু, যিনি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মাঝে শিক্ষায় সমন্বয়ের কাজ করেছেন।

মণিপুরের ইম্ফল পশ্চিম জেলার ঘারি আপার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক কোইজাম মচাসানা এবং সিকিমের পিএম শ্রী মানগান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের কার্মা টেম্পো ইথেনপা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। মেঘালয়ের ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলস জেলার কেবি মেমোরিয়াল সেকেন্ডারি স্কুলের ড. হেইপোর উনি বাং রাজ্যের শিক্ষা ও ছাত্রদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা টুইট করে ড. বাং-এর এই অর্জনকে "রাজ্যের গর্ব" বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর "নিষ্ঠা ও ব্যতিক্রমী সেবার" প্রশংসা করেছেন।

ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন গোমতী জেলার হরিয়ানন্দা ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিদিশা মজুমদার এবং অসম থেকে মনোনীত হয়েছেন ডিব্রুগড়ের নামসাং টি ই মডেল স্কুলের শিক্ষক দেবজিত ঘোষ।

জাতীয়ভাবে, মহারাষ্ট্র ও বিহার থেকে তিনজন করে এবং মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুইজন করে শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও, পিএম শ্রী প্রকল্পের আওতাধীন পাঁচজন শিক্ষককেও এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের শিক্ষকদের এই স্বীকৃতি দেখায় যে, ভূগোলগত চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চল শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্ব ও অগ্রগতি ধরে রেখেছে।

কমলপুরের বিনায়ক যুবশক্তির গনেশ পূজা উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ আগস্ট: কমলপুরের বিনায়ক যুবশক্তির গণেশ পূজা উপলক্ষে মঙ্গলবার স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ১৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বিনায়ক যুব শক্তির শ্রী শ্রী গনেশ পূজা উপলক্ষ্যে মন্ত্রী বাড়ি রোড এলাকায় মঙ্গলবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক শুভাশিস দে, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার,বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্পা দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী শশাঙ্ক শেখর দেব ও মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। এদিন উৎসবের মেজাজে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীতে মোট ১৬জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এই স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে বিশিষ্ট চিকিৎসক শুভাশিস দে বলেন, রক্তদান মহৎ দান। রক্তের বিকল্প নেই। দুর্ঘটনা সহ মূমূর্ষ রোগীদের ক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্পা দাস। এই স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীতে পূজা উদ্যোগতা ও এলাকার মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

ভোট চুরির অভিযোগে তেলিয়ামুড়ায় জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ আগস্ট: বিহার নির্বাচনে জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার মাধ্যমে ভোট চুরির অভিযোগে সরব হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এবং ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে আজ তেলিয়ামুড়ায় জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা আয়োজন করা হয়।

তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত অম্পি চৌমুহনী এলাকায় এসে পথসভায় পরিণত হয় ।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি শংকর পাল, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শব্দকুমার জমাতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য, তেলিয়ামুড়া ব্লক প্রেসিডেন্ট অতনু পাল, কংগ্রেস নেতা প্রেমাংশু রায় সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্বরা।

মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে "ভোট চুর, গদি ছোড়", "ভোট চুর মোদী ধিক্কার" ইত্যাদি স্লোগান। নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নাম মুছে ফেলে গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরে কংগ্রেস রাস্তায় নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ: শুনানি শেষে দীর্ঘ বিলম্বে রায় ঘোষণায় হাইকোর্টগুলিকে তিরস্কার, রায় ঘোষণার সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট: শুনানি শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে রায় ঘোষণা না করায় দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল সুপ্রিম কোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি মামলায় প্রায় এক বছর ধরে রায় ঝুলে থাকার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট এই মন্তব্য করে জানায়, এমন বিলম্ব 'অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও ধাক্কাদায়ক' এবং এতে বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হয়। বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও প্রশান্ত কুমার মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, যে সমস্ত মামলায় রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তা ঘোষণা করা হয়নি, সেগুলি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নজরে আনতে হবে। প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রায় ঘোষণা করতে বলবেন। তাও না হলে, মামলা অন্য বেঞ্চে স্থানান্তর করতে হবে।

এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দেয় এক বিশেষ অনুমতি আবেদনের শুনানিতে, যেখানে ২০০৮ সাল থেকে চলা একটি ফৌজদারি আপিল মামলার রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রায় এক বছর ধরে ঘোষণা করা হয়নি। মামলাটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২১-এ শুনানি শেষে রায়ের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা ঝুলে থাকায় অবশেষে তা অন্য বেঞ্চে পাঠানো হয়। আদালত জানায়, বারবার শুনানির আবেদন করা হলেও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যা বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এমন বিলম্ব কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিভিন্ন হাইকোর্টে একাধিক মামলায় তিন মাস, ছয় মাস বা তার বেশি সময় ধরে রায় ঘোষণা হয় না। এই দীর্ঘসূত্রিতা রোধে আদালত রেজিস্ট্রার জেনারেলদের প্রতি মাসে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে বলা থাকবে কোন কোন মামলায় রায় সংরক্ষিত থাকলেও তা সেই মাসে ঘোষণা হয়নি। তিন মাস পেরোলেই সেই রিপোর্ট প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিতে হবে।

আদালত মনে করিয়ে দেয়, এর আগেও অনিল রায় বনাম বিহার রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণায় বিলম্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল এবং নির্দেশ দিয়েছিল যে, শুনানি শেষে যথাসময়ে রায় দেওয়া বিচার ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। এবার সেই নির্দেশিকাকে আরও জোরদার করে নতুন ব্যবস্থা চালু করল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালত এও নির্দেশ দিয়েছে, এই রায়ের কপি দেশের সমস্ত হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলদের কাছে পাঠানো হবে, যাতে তাঁরা এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে পারেন। মামলায় আপিলকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী এস. নাগমুথু সওয়াল করেন, তাঁকে সহায়তা করেন দেবেশ মোহন, কুশ চতুর্বেদী, প্রেরণা প্রিয়দর্শিনী, সৈয়দ ফারাজ আলম, অথর্ব গৌর, আয়ুষ্মান আগরওয়াল এবং আয়েশা চৌধুরী। প্রতিপক্ষের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী প্রীতিকা দ্বিবেদী।

সুপ্রিম কোর্টের এই পদক্ষেপ বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং জনমানসে আস্থা ফিরিয়ে আনতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন আইনজীবী মহল।

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার ও রিমান্ডে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে

কলম্বো, ২৬ আগস্ট:দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহেকে আজ দুপুরে কলম্বো ফোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পেশ করা হবে। তিনি শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে প্রথম নির্বাহী রাষ্ট্রপতি যিনি এমন অভিযোগে গ্রেফতার ও রিমান্ডে গেলেন।

৭৬ বছর বয়সি এই নেতা ২২ আগস্ট দেশটির ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট -এর হাতে গ্রেফতার হন। অভিযোগ, রাষ্ট্রীয় তহবিলের অপব্যবহার করে তিনি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগত সফরে গিয়েছিলেন। এই সফরের সময় তিনি ও তার স্ত্রী অধ্যাপক মৈত্রী বিক্রমাসিংহে অংশ নেন ইউনিভার্সিটি অফ ওলভারহ্যাম্পটনের এক অনুষ্ঠানে। সফরটি কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত ও৭৭ সম্মেলন শেষে ফেরার পথে হয়।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, তার স্ত্রী নিজ খরচে ভ্রমণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। তবে সিআইডি-এর অভিযোগ, এই ব্যক্তিগত সফরের যাতায়াত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বহন করা হয়েছিল। এ কারণে তাকে 'পাবলিক প্রোপার্টি অ্যাক্ট' অনুযায়ী রিমান্ডে রাখা হয় আজ ২৬ আগস্ট পর্যন্ত।

গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজ্য যাতে কোনোভাবেই পিছিয়ে না থাকে সে লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এরফলও হাতে নাতে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় পর্য্যায়ের খেলাধুলায় রাজ্যদল ভালো ফলাফল করছে। আজ পানিসাগরের আর.সি.পি.ই. কলেজ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতার তৃতীয় অংশের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে উপরের দিকে রয়েছে। একেবারে গ্রামস্তর থেকে ক্রীড়া প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রেও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জাতীয় পর্য্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজ্য সরকার খেলোয়াড়দের পাশে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিভা বসু গোস্বামী। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল, ডার্লং, পানিসাগর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক দিবাকর জমাতিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। অনূর্ধ ১৪, ১৭ এবং ১৯ বছর বয়সীদের এই প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে।

জনজাতিদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সোনাইছড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকার জনজাতি বেনিফিশারিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শুকরের ছানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ আগস্ট: জনজাতিদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও আর্থিক সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা জারি রেখেছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে জনজাতিরা আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে গরু, ছাগল, হাস, মুরগী সহ শুকরের ছানা তুলে দিচ্ছে জনজাতি বেনিফিশারিদের হাতে। শুধু তাই নয় এই প্রানীদের লালন পালনের জন্য পশু খাদ্য তুলে দিচ্ছে দপ্তরের মধ্য দিয়ে।

মঙ্গলবার বিলোনিয়া মহকুমাধীন ঋষ্যমুখ ব্লকের এগ্রি সাবডিভিশন আওতাধীন উত্তর সোনাইছড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকার জনজাতি বেনিফিশারিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শুকরের ছানা। আরএডি প্রকল্পে মোট পঁচিশ জন জনজাতি বেনেফিশিয়ারদের হাতে তিনটি করে শুকর ছানা তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

শুকর ছানা বিতরন ও কর্মশালা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ঋষ্যমুখ কৃষি দপ্তরের এএস সুজিত কুমার দাস, ঋষ্যমুখ বিএসসি চেয়ারম্যান সুমন উচাই, রতন পুর কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার অভিজিৎ দত্ত , নর্থ সোনাইছড়ি বিএল ডব্লিউ জয়ন্ত দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক নকুল পাল সহ অন্যান্য অতিথিগন। ঋষ্যমুখ কৃষি দপ্তরের এএস সুজিত কুমার দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, আরএডি প্রকল্পে প্রথম কিস্তিতে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকা দিয়ে শুকর ছানা দেওয়া হয়েছে বেনিফিশারিদের হাতে।

১ হাজার ৬৬৯টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, আটক দুই

আগরতলা, ২৬ আগস্ট : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে এক বাড়ি থেকে ১ হাজার ৬৬৯টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। কিন্তু বাড়ির মালিক পলাতক হওয়ায় তার দুই স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানায় খবর আসে নতুনবাজার পার্ক সংলগ্ন এলাকার মনির হোসেনের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মনির হোসেনের বাড়ি থেকে ১ হাজার ৬৬৯টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। নেশা কারবারি মনির হোসেন পলাতক। তাই তার দুই স্ত্রীকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

ওবিসি'দের ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: ওবিসি সম্প্রদায়ের অধিকার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আট দফা দাবি নিয়ে আজ ওবিসি কল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দিল গণমঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটি। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন সংগঠনের একাধিক সদস্য ও নেতৃত্ব।

আজকের ডেপুটেশনে অংশ নিয়ে গণমঞ্চের এক সদস্য জানান, সংবিধানের ৩১-গ ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলিতে ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিও উত্থাপিত হয়েছে।

সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরেই ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতেই গণমঞ্চ এই পদক্ষেপ নিয়েছে। গণমঞ্চের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণ না হলে রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তাঁরা।

শিয়ালদহ থেকে সাব্রুম আসার পথে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে ১২ কেজি গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: শিয়ালদহ থেকে সাব্রুম আসার পথে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ কেজি গাঁজা। পাশাপাশি সন্দেহভাজন যুবককে আটক হয়।

শিয়ালদহ থেকে সাব্রুম আসার পথে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ কেজি গাঁজা। পাশাপাশি সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করা হয়। আটক সন্দেহভাজন যুবকের নাম জামাল হোসেন। সোমবার রাতে বিএসএফ ও জিআরপি পুলিশ একটি ব্যাগে মোট ছয় প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে। জানা যায়,কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে একটি কামরায় কিছু বিএসএফ জওয়ানরা ছিল। সেই কামরায় জামাল হোসেন নামে এক যুবক উদয়পুর থেকে উঠে। উঠার পর যুবকের গতিবিধি সন্দেহভাজন হওয়াতে বিএসএফ নজর রাখে।এরপর বিলোনিয়া রেল স্টেশনে আসার পর জিআরপি পুলিশের সহযোগিতায় রেলের কামরা থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে ব্যাগ খোলার পর ছয় প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। জামাল হোসেন নামে এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর সে অস্বীকার করে। সে কিছু জানে না এবং তার ব্যাগ না বলে জানায়। সে জানায় তার কাকার এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিল। তবে কোন জায়গা সে জানে না। সন্দেহভাজন অবস্থায় যুবকটিকে আটক করার পর, তার সাথে থাকা অন্য জন পালিয়ে যায়। জিআরপি থানার কর্তব্যরত অফিসার জানান মঙ্গলবার বিলোনিয়া আদালতে তোলা হবে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ সন্দেহভাজন যুবককে।

রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া : দাবা অ্যাথলেটিক্সের জমজমাট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগরতলায় দাবা প্রতিযোগিতার আসর। একই সঙ্গে পানিসাগরে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা ২৮ আগস্ট শেষ হবে। স্টেট লেভেল স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬ পার্ট থ্রি আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। এই আসরে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ ও অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগের বালক বালিকাদের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানি সাগরে, রিজিওনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার বিকেল পৌনে চারটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। সূচনা করেছেন উদ্বোধক তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্য বিধানসভার সদস্য বিনয় ভূষণ দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সঞ্জয় দাস, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন শ্রীমতি অনুরাধা দাস, সমাজসেবক কাজল দাস, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর শ্রীমতি চান্দনী চন্দ্রন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার এসপি অভিনাশ রাই, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি অপর্ণা নাথ। উত্তর ত্রিপুরা জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া অফিসের সহ অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে, রাজধানীর এনএসআরসিসি-তে রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া অনূর্ধ ১৪ ও অনূর্ধ ১৭ বয়স গ্রুপের দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমঙ মগ, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার এবং পশ্চিম জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

বিদায় প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভের, হারা ম্যাচে জড়ালেন বিতর্কে, জয় জোকোভিচ, সাবালেঙ্কার

আরও এক বার বিতর্কের কেন্দ্রে দানিল মেদভেদেভ। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে অবাছাই বেঞ্জামিন বনজির কাছে পাঁচ সেটের লড়াই (৩-৬, ৫-৭, ৭-৬, ৬-০, ৪-৬) হেরে গেলেন তিনি। এই নিয়ে পর পর তিনটে গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হল তাঁকে। মে মাসে ফরাসি ওপেন ও জুনে উইম্বলডনেও প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। বনজির কাছে হেরে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি মেদভেদেভ। র্যাকেট আছড়ে ভেঙে ফেলেন। তার পর চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে কেঁদে ফেলেন ২০২১ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন। নিজেদের ম্যাচে অবশ্য সহজ জয় পেয়েছেন নোভাক জোকোভিচ ও এরিনা সাবালেঙ্কা।

০১:২৩ হারের পাশাপাশি ম্যাচে বিতর্কে জড়ান মেদভেদেভ। প্রথম দুটো সেট হেরে গিয়েছিলেন তিনি। তৃতীয় সেটে ৫-৪ এগিয়ে থাকাকালীন সার্ভিস ছিল বনজির। সেই গেম জিতলে স্ট্রেট সেটে মেদভেদেভকে হারিয়ে দিতেন তিনি। বনজির প্রথম সার্ভিস নেটে লাগে। দ্বিতীয় সার্ভিস করার আগে দেখা যায়, কোর্টে থাকা এক ক্যামেরাম্যান কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তা দেখে চেয়ার আম্পায়ারের মনে হয়, খেলার ছন্দ নষ্ট হয়েছে। তাই তিনি বনজিকে আবার প্রথম সার্ভিস নিতে বলেন।

চেয়ার আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি মেদভেদেভ। তিনি তেড়ে যান চেয়ার আম্পায়ারের দিকে। প্রশ্ন করেন, কেন বনজিকে আবার প্রথম সার্ভিস নিতে বলা হল। মেদভেদেভ সমর্থন পান লুই আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামের দর্শকদের। টানা ৬ মিনিট ধরে তাঁরা চেয়ার আম্পায়ারকে বিদ্রুপ করতে থাকেন। তত ক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। মেদভেদেভকে দেখা যায়, হাতের ইশারায় সমর্থকদের তাতাচ্ছেন। এই বিদ্রুপের ফলে হয়তো কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিলেন বনজি। সেই পয়েন্ট খোয়ান তিনি। টাইব্রেকারে সেই সেটটাও হারেন। পরের সেট ৬-০ জেতেন মেদভেদেভ। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত জিতবেন। কিন্তু পঞ্চম সেটে ৪-৫ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় নিজের সার্ভিস ধরে রাখতে পারেননি রাশিয়ার টেনিস তারকা। তাঁকে হারিয়ে অঘটন ঘটান ফরাসি বনজি।

মেদভেদেভ হারলেও জিতেছেন জোকোভিচ। অবাছাই খেলোয়াড়কে হারিয়েছেন তিনি। জোকোভিচ যখন প্রথম বার ইউএস ওপেনে খেলতে নামেন তখন জন্মাননি তাঁর কিশোর প্রতিপক্ষ লার্নার টিয়েন। ১৯ বছরের টিয়েনকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জোকোভিচ। স্ট্রেট সেটে (৬-১, ৭-৬, ৬-২) জিতলেও জোকোভিচকে সমস্যায় ফেলল তাঁর পায়ের যন্ত্রণা। মেডিক্যাল বিরতি নিতে হল তাঁকে। যদিও তাতে খেলার ফলে প্রভাব পড়েনি। সহজ জয় মহিলাদের শীর্ষবাছাই এরিনা সাবালেঙ্কারও। স্ট্রেট সেটে (৭-৫, ৬-১) জিতে তিনিও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন।

প্রথম রাউন্ডে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে টিয়েনের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন জোকোভিচ। গত মাসে উইম্বলডন সেমিফাইনালের পর থেকে কোর্টে দেখা যায়নি তাঁকে। কেন দেখা যায়নি, তা বোঝা গেল এই ম্যাচে। মেডিক্যাল বিরতি নিলেন। ডান পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। ফলে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার চিকিৎসা করিয়ে আবার খেলতে নামলেন তিনি। একমাত্র দ্বিতীয় সেটেই জোকোভিচের বিরুদ্ধে কিছুটা লড়াই করেছিলেন টিয়েন। বাকি দুটো সেটে দাঁড়াতে পারেননি তিনি।

ফ্লাশিং মিডোজে নিজের ৮০তম জয় পেলেন জোকোভিচ। তিনিই ওপেন এরার প্রথম টেনিস খেলোয়াড় যিনি টানা ৭৫ গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ জিতলেন। তার মধ্যে ৫৫ ম্যাচ স্ট্রেট সেটে জিতেছেন সার্বিয়ার তারকা।

খেলা শেষে জোকোভিচ বলেন, "খুব অদ্ভুত ম্যাচ হল। প্রথম সেট ২০ মিনিটে শেষ হল। দ্বিতীয় সেট ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটে। দ্বিতীয় সেটের টাইব্রেকারে জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা জেতার পর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।"

বয়স যে তাঁর খেলায় ছাপ ফেলছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন জোকোভিচ। এ বারের ইউএস ওপেনে সপ্তম বাছাইয়ের মনে হয়েছে, বয়স আর একটু কম হলে ভাল হত। তিনি বলেন, "এটা আমার ২০তম ইউএস ওপেন। আমার প্রতিপক্ষের বয়স ১৯ বছর। ও আমার অর্ধেক বয়সি। আমার এই বয়সে দম ধরে রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মাঝেমাঝে মনে হয়, বয়স একটু কম হলে ভাল হত। কিন্তু কিছু করার নেই। দ্রুত পরের রাউন্ডের জন্য তৈরি হতে হবে।" দ্বিতীয় রাউন্ডে আমেরিকার জাকারি সাজদার বিরুদ্ধে খেলবেন জোকোভিচ।

মহিলাদের শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডে দাপট দেখালেন। অবাছাই রেবেকা মাসারোভাকে হারান তিনি। প্রথম সেটে লড়াই হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে একপেশে লড়াইয়ে জিতেছেন বেলারুশের তারকা। ম্যাচে পাঁচটা ব্রেক পয়েন্টের মধ্যে চারটে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যামের শুরুটা ভাল করেছেন সাবালেঙ্কা। ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডনে তীরে এসে তরী ডুবেছে সাবালেঙ্কার। ইউএস ওপেন জিততে মরিয়া তিনি।

এশিয়া কাপে ভারতীয় দলের এক্স ফ্যাক্টর হতে পারেন হার্দিক ছাড়াও এই দুই ক্রিকেটার

মুম্বই: এশিয়া কাপের ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই। ১৫ সদসের দলের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। তবে এই দলের এমন তিনজন ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁরা কিন্তু টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এশিয়া কাপ এখনও পর্যন্ত ১৬ বার হয়েছে। তার মধে আটবার ভারতীয় দল জিতেছে এশিয়া কাপে।

অভিষেক শর্মা: ভারতীয় টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর থেকেই অভিষেক শর্মাই এই ফর্মাটে ওপেনার হিসেবে মাঠে নামবে। ২৪ বছরের এই তরুণ বাঁহাতি ক্রিকেটার আসন্ন টুর্নামেন্টেও খেলতে নামবেন ওপেনিং স্লটেই। এখনও পর্যন্ত ১৭টি টি-টোয়েন্টি মাচ খেলে মোট ৫৩৫ রান করেছেন। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৯৩.৮ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন। দুটো শতরান ও দুটো অর্ধশতরান হাঁকিয়েছেন। এছাড়া যে আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাটিং করেছেন অভিষেক শর্মা, তার জনই ওঁ অনতম এক্স ফাক্টর দলের।

হার্দিক পাণ্ড্য

এশিয়া কাপে ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্য থাকছেন এই তালিকায়। সাদা বলের ফর্ম্যাটে হার্দিক এই মুহূর্তে দেশের অনতম সেরা অলরাউন্ডার। এখনও পর্যন্ত ১১৪টি টি-টোয়েন্টি মাচ খেলেছেন দেশের জার্সিতে হার্দিক। ১২৭৯ রান করেছেন এখনও পর্যন্ত বঢোদরার অলরাউন্ডার। এছাড়া ৯৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। লোয়ার অর্ডারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতে দলের প্রয়োজনে উইকেট তুলতে ওস্তাদ হার্দিক।

বরুণ চক্রবর্তী

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এবারের এশিয়া কাপ হতে চলেছে। সেখানকার পিচের কথা ভেবে বরুণ চক্রবর্তীকে দলে নেওয়া হয়েছে। ১৮টি টোয়েন্টি মাচ খেলে ৩৩টি উইকেট নিয়েছেন বরুণ। তার বোলিংয়ের দাপটে যে কোনও ব্যাটার ঝামেলায় পড়তে পারেন।

উল্লেখ্য, ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে সম্প্রতি শতরান হাঁকিয়েছেন রিঙ্কু সিংহ।

কিন্তু এতকিছুর পরও শেষ পর্যন্ত হয়ত এশিয়া কাপে প্রথম একাদশে সুযোগ মিলবে না কেকেআর তারকার। ৪৫ বলে সেঞ্চু রি হাঁকিয়েছেন কিছুদিন আগেই রিঙ্কু সিংহ। শেষ ৫১ রান করেছিলেন তিনি মাত্র ১৪ বলে। এছাড়া ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে উইকেটও নিয়েছেন বল হাতে। তবে তারপরও রিঙ্কুর সুযোগ পাওয়া কিছুটা চাপের।

অজিত আগরকর বলেছিলেন দল ঘোষণার সময় যে রিঙ্কুকে দলে নেওয়ার কারণ ব্যাটিং অর্ডারে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এবারের এশিয়া কাপ হতে চলেছে। যার জন্য তিনজন স্পিনার ও দুজন পেসারকে খেলানো হতে পারে।

'মর্যাদাপূর্ণ বিদায় প্রাপ্য ছিল', পূজারার অবসরে 'বঞ্চনার' বিরুদ্ধে সরব থারুর

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির পর এবার চেতেশ্বর পূজারা। প্রথম দুজন টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। আর শেষের জন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেই বিদায় জানালেন। এদের মধ্যে আরও একটা মিল আছে। রোহিত-বিরাট টেস্ট থেকে আর পূজারা সব ধরনের ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেও ফেয়ারওয়েল পাননি। অথচ ভারতের টেস্টে পূজারার অবদান তো কম নয়। 'ফেয়ারওয়েল পাওয়া উচিত ছিল', সমর্থকদের পাশাপাশি পূজারাকে 'বঞ্চনার' বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। রবিবার সকালেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান পূজারা। জাতীয় দলের জার্সিতে ১০৩ টেস্ট খেলে ৪৩.৬০ গড়ে ৭১৯৫ রান করেছেন। লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ২০৬। ৩৭ বছর বয়সি পূজারা ভারতের হয়ে শেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২৩-র জুন মাসে। যেটা ছিল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ভারত হেরে গিয়েছিল সেই ম্যাচে। তারপর থেকে আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। ফলে ফেয়ারওয়েলও পেলেন না।

যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বার্তা শশী থারুরের। তিনি লেখেন, 'পূজারার কিছু প্রমাণ করার ছিল না। ভারতীয় দল থেকেও বাদ পড়েছে। তবে, আরও কিছুদিন ও খেলতে পারত। আর অবশ্যই ওর যা অসাধারণ কেরিয়ার, তাতে একটা দারুণ, মর্যাদাপূর্ণ ফেয়ারওয়েল পাওয়া উচিত ছিল। আমি ওর স্ত্রীর লেখা 'এক ক্রিকেটারের স্ত্রীর ডায়েরি' পড়ছিলাম এবং পূজারা যা করেছেন তা অর্জন করতে কতটা সময় লাগে তা নিয়ে ভাবছিলাম। তিন নম্বরে ভারতের ভরসার মুখ হয়ে উঠেছিল ও। অস্ট্রেলিয়া সফরে পূজারাকে খুব মিস করেছি। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।'

অন্যদিকে পূজারার বিদায়ে বার্তা দিয়েছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরও। তিনি লিখেছেন, 'যখন ঝড় এসেছিল, তখন ও সামনে ছিল। যখন আশার আলো নিভে গিয়েছিল, তখন ও লড়েছিল।'

জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল সিলেকশন ট্রায়াল কাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে আগামী ২৮ ও ২৯ আগস্ট রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমী মিনি স্টেডিয়ামে এক ওপেন সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। উপযুক্ত বয়স সম্পন্ন সাব জুনিয়র ফুটবলার অর্থাৎ যাদের জন্ম ১লা জানুয়ারি ২০০২ বা তারপরে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ বা তার আগে, একমাত্র এই ফুটবলার-রাই সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবে। উপযুক্ত খেলোয়ারদের অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড এবং সম্প্রতি তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ ২৮ আগস্ট সকাল দশটার মধ্যে উমাকান্ত একাডেমি মিনি স্টেডিয়ামে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ এবং সিলেক্টরের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। মহকুমা স্তর থেকে আগত খেলোয়ারদের প্রত্যেককে যাতায়াত খরচ বাবদ ১০০ টাকা প্রদান করা হবে বলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিবৃতিতে উপযুক্ত সাব জুনিয়র ফুটবলারদের অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘরোয়া লিগে ব্যাট চলছে না! এশিয়া কাপের আগে চিন্তা বাড়াচ্ছে সঞ্জুর ফর্ম

এশিয়া কাপের দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু তার আগে বারবার হতাশ করছেন সঞ্জু স্যামসন। তিনি এখন কেরল ক্রিকেট লিগে খেলছেন। সেখানে একেবারেই চেনা ছন্দে দেখা যাচ্ছে না এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে।

কেসিএলে সঞ্জু কোচি ব্লু টাইগার্সের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আলেপ্পি রিপলসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৬ নম্বরে ব্যাটিং করতে নামেন তিনি। কিন্তু যে মারমুখী চেহারায় তাঁকে দেখতে অভ্যস্ত সমর্থকরা, তাঁদের চূড়ান্ত হতাশ হতে হল। ২২ বলে মাত্র ১৩ রান করে সাজঘরে ফিরতে হল তাঁকে।

এশিয়া কাপে সঞ্জু স্যামসনকে ভারতীয় দলে রেখেছেন নির্বাচকরা। কিন্তু ওপেনিংয়ে তাঁর জায়গা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ সুযোগ পেয়েছেন শুভমান গিল। দল ঘোষণার সময় প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের বক্তব্যে তাঁর ইঙ্গিত মিলেছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন থেকে সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন তারকারাও কিন্তু সেটাই মনে করছেন।

শেষ ১০টি ইনিংসের মধ্যে তিনটি সেঞ্চু রি করেছেন সঞ্জু। তবে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান পাননি ভারতীয় দলের উইকেটকিপার। গৌতম গম্ভীর ওপেনিংয়ে তাঁর উপর ভরসা দেখিয়েছেন। এবার গিল যদি অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে কোপ পড়তে পারে সঞ্জুর উপর। প্রধান নির্বাচক আগরকর তো বলেই দিলেন, "যখন গিল ছিল না, তখন স্যামসন খেলেছে।" তাহলে গিল ফিরে আসতেই কি বাদ সঞ্জু? এই প্রশ্ন আরও জোরাল হয়ে উঠছে একটাই কারণে, কেসিএলে সঞ্জুর ব্যাট না চলা। তবে, সঞ্জু আরও বেশ কিছু ম্যাচ হাতে পাচ্ছেন। ভারতীয় দলে তাঁর জায়গা পাকা করতে এই ম্যাচগুলিতে রানে ফিরতেই হবে।

অন্তর্দৃষ্টি প্রেরণা কাপ ক্রিকেটে ১৭ সদস্যের রাজ্য দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে বিহারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অন্তর্দৃষ্টি প্রেরণা কাপ দৃষ্টিহীন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যা চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। জাতীয় স্তরের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আবারো অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে গত রবিবার আগরতলা অফিস লেনস্থিত ক্রিকেট এসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ত্রিপুরার এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় স্তরের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হয়। প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক বিহার দল ছাড়াও রয়েছে ত্রিপুরা ও আসাম। রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হল জনি ঋষি দাস, নিশিকান্ত মালাকার, সুশান্ত নমঃ, পাপন সূত্রধর, টুয়েলভ কুমার ত্রিপুরা, সুদীপ দেবনাথ, চিরঞ্জিত মজুমদার, বিকাশ দাস, দিপেন ব্যানার্জি, নয়ন চন্দ্র রায়, সুকান্ত সরকার (অধিনায়ক), প্রসেনজিৎ দেবনাথ, মহম্মদ আমজাদ হোসেন, অভিষেক সিনহা, রঞ্জন দেব উইকেট (কিপার)। দলে প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন সঞ্জয় ধন ভৌমিক ও ম্যানেজার প্রাণজিত সিনহা। রাজ্য দল আগরতলা ত্যাগ করার আগে প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন ধরেই প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে নিচ্ছে।

কামব্যাকের লড়াই চলছে! ঘরোয়া ক্রিকেটে ফের ঝড় তুলে বার্তা পৃথ্বীর

কামব্যাকের লড়াই চলছে পৃথ্বী শ'র। একটা সময় তাঁর তুলনা চলত শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে। সেই সব সুখের দিন পেরিয়ে ক্রিকেট কেরিয়ারের গ্রাফ ক্রমশ নিচের দিকে পৃথ্বী শ'র। কেরিয়ার বাঁচাতে মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলছেন ২৫ বছর বয়সি ক্রিকেটার। মহারাষ্ট্রের জার্সিতে দুরন্ত পারফর্ম করে কামব্যাকের রাস্তা খুলে রাখছেন পৃথ্বী। বুচি বাবু টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরির পর এবার দুরন্ত হাফসেঞ্চু রিও করলেন তিনি।

তামিলনাড়ু প্রেসিডেন্ট একাদশ প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৮৪ রান করে। জবাবে মহারাষ্ট্রের ইনিংসকে ভালো জায়গায় নিয়ে যান পৃথ্বী। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫৭ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। তৃতীয় দিনের প্রথম বলেই তিনরান নিয়ে হাফসেঞ্চুরি পূরণ করেন। হর্ষল কেটের সঙ্গে ৯৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ করেন। শেষ পর্যন্ত ৯৬ বলে ৬৬ রান করে আউট হন পৃথ্বী। গোটা ইনিংস জুড়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে যান।

চেন্নাইয়ে বুচিবাবু টুর্নামেন্টে মহারাষ্ট্রের হয়ে প্রথম ম্যাচেই ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ১১১ রান করেছিলেন পৃথ্বী। ১৪টি চারের পাশাপাশি একটি সেঞ্চুরিও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। চেহারা দেখেও মনে হয়েছিল, ফিটনেস নিয়ে যথেষ্ট খাটছেন। তবে ওই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১ রান করেছিলেন তিনি। ফলে ধারাবাহিকতার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। গত ঘরোয়া মরশুমের বেশিরভাগ সময় উপেক্ষা করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন পৃথ্বী। সেই কারণেই চলতি বছরের শুরুতে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুম্বই। গত বছরের অক্টোবরে মুম্বইয়ের রনজি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলার অভাব, ওজন নিয়ে সচেতনতার অভাবের মতো অভিযোগ ছিল। নতুন মরশুমে দলবদল করে চলে আসেন মহারাষ্ট্রে। একসময় যাঁরা পৃথ্বীর সতীর্থ ছিলেন, তাঁদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথ্বী কি কামব্যাক করতে পারবেন?

লক্ষ্য বিশ্বকাপ জয়, এক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হরমনপ্রীতের ভারতের

দীর্ঘ ১২ বছর পর ভারতের মাটিতে হতে চলেছে মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ। দেশের মাটিতে প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ভারতের সামনে। সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি শুরু করবেন হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মন্ধানারা। সোমবার থেকে ভারতের প্রস্তুতি শিবির হওয়ার কথা। বিশাখাপত্তনমে হবে শিবির। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু বিশ্বকাপ। তার আগে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ খেলবে ভারত। বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি হিসাবে এই সিরিজ। সেই সিরিজ হবে মুল্লানপুরে।

'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, বিশাখাপত্তনমের মাঠে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেবেন ভারতীয় দলের ১৫ ক্রিকেটার। তা ছাড়া সায়ালি সাতঘরের মতো আরও ছয় ক্রিকেটারকে সেই শিবিরে ডাকা হয়েছে। তাঁরা বিশ্বকাপের দলে না থাকলেও তার আগেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজে রয়েছেন। তাই তাঁরাও বিশ্বকাপের দলের সঙ্গে প্রস্তুতি সারবেন।

বিশাখাপত্তনমে প্রস্তুতি শিবির করার নেপথ্যে আরও একটা কারণ আছে। বিশ্বকাপে ৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া ও ১২ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশাখাপত্তনমে খেলবে ভারত। দুটোই কঠিন প্রতিপক্ষ। তার আগে সেই মাঠ ও পিচ বুঝে নিতে চাইছে ভারতীয় দল।বিশ্বকাপ ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলের পাশাপাশি ভারত 'এ' দলের ক্রিকেটাররাও বিশাখাপত্তনমের শিবিরে থাকবেন। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে খেলবে নিউ জিল্যান্ড। তাই সেই দলের ক্রিকেটারদেরও তৈরি করে রাখা হচ্ছে।

ক্রীড়া আইন মেনে নির্বাচন চায় কেন্দ্র, তিন মাস পিছিয়ে যেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ভোট

দেশের নতুন ক্রীড়া আইন মেনে হোক ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচন। এমনই চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী সেপ্টেম্বরে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন। সেই নির্বাচন নতুন ক্রীড়া আইন মেনে হবে, না লোধা আইন অনুসারে হবে, তা এখনও চূড়ান্ত নয়।ক্রীড়া বিল আইনে পরিণত হলেও নিয়ম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সে কারণেই বিভ্রান্তি বা দ্বিধা। একটা সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোর্ড নির্বাচন চাইছে ক্রীড়ামন্ত্রক। তার মধ্যে নিয়ম নির্দিষ্ট হয়ে গেলে ক্রীড়া আইন অনুযায়ীই বিসিসিআই নির্বাচন হোক। তা সম্ভব না হলে আপাতত লোধা আইনে নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু ক্রীড়া আইনের নিয়ম ঠিক হয়ে গেলে আবার নির্বাচন করতে হবে। তাই মনে করা হচ্ছে, তিন মাস পিছিয়ে যেতে পারে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন। তিন মাস পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী।কী ভাবে নির্বাচন হবে, তা ঠিক করতে ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বিসিসিআই কর্তারা। মন্ত্রকের পরামর্শ মতো এগোতে চাইছেন তাঁরা। দু'বার করে নির্বাচনের পক্ষপাতী নন বিসিসিআই কর্তারা। প্রয়োজনে বোর্ডের নির্বাচন তিন মাস পিছিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করা হতে পারে ক্রীড়া আইনের নিয়মের জন্য। বিসিসিআই সূত্রে খবর, অধিকাংশ কর্তা লোধা আইন অনুযায়ী নির্বাচনের পক্ষে। যদিও সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধে যেতে চান না তাঁরা।বিসিসিআই সভাপতি রজার বিন্নীর বয়স এখন ৭০। লোধা আইন অনুযায়ী, তিনি আর দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। তাঁকে সরে যেতে হবে। আবার নতুন ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, বিন্নী ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে পারেন।

ফলে প্রথমে লোধা আইনে নির্বাচন করে পরে আবার ক্রীড়া আইনে নির্বাচন হলে সমীকরণ বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। তাতে বোর্ডের ভিতরে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। সম্ভাব্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে চাইছেন কর্তারা। তাই নির্বাচন নিয়ে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোতে চাইছে বিসিসিআই। উল্লেখ্য, লোধা আইন মেনে এখন বিসিসিআই পরিচালিত হয়।

এশিয়া কাপের আগে আবার 'গম্ভীর চাপ', চাকরি গেল ভারতীয় দলে ১৫ বছর ধরে থাকা এক সহকারীর

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার এবং স্ট্রেনথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইকে ছেঁটে ফেলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এশিয়া কাপের আগে সরিয়ে দেওয়া হল গৌতম গম্ভীরের আরও এক সহকারীকে।

০০:১১

ভারতীয় দলের দীর্ঘ দিনের ম্যাসিওর রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিল বিসিসিআই। প্রায় ১৫ বছর তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংল্যান্ড সিরিজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি ছিল। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, রাজীবের সঙ্গে নতুন করে আর চুক্তি করবে না বিসিসিআই। ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ এক জনের পরামর্শে রাজীবের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করছে না বোর্ড। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, সাপোর্ট স্টাফেরা দীর্ঘ দিন ধরে দলের সঙ্গে থাকলে তাঁদের কার্যকারিতা কমে যায়। তাঁদের পক্ষে নতুন কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না। কোচ গম্ভীরও নাকি দীর্ঘ দিন ধরে দলের সঙ্গে থাকা সহকারীদের আর চাইছেন না। মূলত কোচের ইচ্ছাতেই রাজীবকে সরিয়ে দেওয়া হল বলে জানা গিয়েছে।

রাজীবের বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় দলের কোনও ম্যাসিওর থাকল না। বিসিসিআই সূত্রে খবর, এশিয়া কাপের আগে নতুন ম্যাসিওর নিয়োগ হবে। সূর্যকুমার যাদবের দলের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করবে বোর্ড।

মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটা গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। আর রক্তদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষার পাশাপাশি সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ এবং ঐক্যের বার্তাও পৌঁছে দেওয়া যায়।

আজ আগরতলায় পৃথক দুটি গণেশ পূজা ও স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন প্রথমে আইজিএম চৌমুহনী এলাকায় বিঘ্নহর্তা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত কার্য্যক্রমে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কার্য্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি পাপিয়া দত্ত, ৮ বড়দোয়ালি মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, সাউথ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিত মল্লিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা গণেশ পূজা উপলক্ষে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, গণেশ পূজা ত্রিপুরায় প্রথমে এক দুটো শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে আজ সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষের সেবার মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়া যায়। আমরা যারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করি, সবাই জানি যে যেকোন অনুষ্ঠান হোক কিংবা পূজা প্রথমে গণেশ পূজা না করে সেটা সম্ভব হয় না। কোন কিছুর যাত্রা করতে হলেও গণেশ ঠাকুরের পূজা করতে হয়। এর ইতিহাস আমরা সবাই জানি। গণেশ ঠাকুর শিব ও পার্বতীর সন্তান। সনাতনী চিন্তাধারায় আমাদের যে পূজা হয় সেই পূজায় মন ও আত্মার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা ভগবানের আরাধনা করি। এতে মনের মধ্যে জমে থাকা দূষিত ভাবনাগুলি দূর হয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সারা রাজ্যে আস্তিকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এতে পুজোকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হচ্ছি। এখন পুজো অনেক বেড়েছে রাজ্যে। যেটা আগে আমরা দেখতে পায় নি। পুজোকে সামনে রেখে আজ এখানে রক্তদানের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদানের চাইতে মহৎ দান কিছু হয় না। জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষের শরীরে নেগেটিভ রক্ত থাকে। রোগীর অপারেশন, সিজারিয়ান ডেলিভারি, সড়ক দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের পর্যাপ্ত মজুত থাকলে চিকিৎসকদের সুবিধা হয়। তাই রক্তদানের ক্ষেত্রে গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, মানব সেবার চাইতে বড় পুজো কিছু হয় না। আমাদের সরকারও মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। রাজনীতি একটা জায়গায় থাকবে। রাজনীতির মাধ্যমে সংখ্যাধিক্যের কারণে সরকারে বসলে মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে মানুষের সেবা করা। জনপ্রতিনিধির কাজ হচ্ছে এলাকার কাজ করা, মানুষের জন্য কাজ করা।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে বর্তমান সরকার। যুবক যুবতীরা মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে একটা গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক বা ড্রাগস নিলে অনেক সময় এইচআইভি সংক্রমণ হয়। সেখান থেকে এইডসও হতে পারে। এবিষয়ে সব মানুষকে আরো সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। প্রয়োজনে যার যার এলাকায় আলোচনা সভা করা এবং নজরদারি রাখতে হবে। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামাজিক সংস্থাগুলিকে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এর মাধ্যমেই সামাজিক সংস্থা নামের যথার্থতা বজায় থাকবে। মানুষকে তার জীবদ্দশায় সমাজের জন্য কিছু করে যেতে হবে। তবেই মানুষ তাকে মনে রাখবে।

এদিকে জ্যাকসন গেইটস্থিত একদন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত গণেশ পূজা ও স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য রাজীব ভট্টাচার্য, পুর কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ ক্লাব কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এই সামাজিক কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ১ (এক) লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন একদন্ত সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তাগণ।

একদান্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে গণেশ পূজা উপলক্ষে রক্তদান শিবির এবং দু:স্তদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি পূজা প্যান্ডেল প্রাঙ্গণে আয়োজিত রক্তদান শিবির এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পূজা প্যান্ডেলের উদ্বোধন রক্তদান শিবির ও দু:স্তদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে মানুষের মধ্যে সেবামূলক কাজের আগ্রহ দারুন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ এখন বিভিন্ন পূজা-পার্বণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান জন্মদিন বিবাহ বার্ষিকী সহ নানা অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরের মত মহতি কাজে সামিল হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সবসময়ই সেবামূলক কাজকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে থাকেন। গণেশ পূজার মধ্য দিয়ে আজ যে রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার ভুয়সি প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রক্তদান এবং দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের চেয়ে সেবামূলক আর কোন কাজ হতে পারে না। অন্যান্য ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও এ ধরনের কাজকর্মে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজের মধ্যেই রয়েছে স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে যায়। পাশাপাশি অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রাজ্য সরকারও রাজ্যের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোরও ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা রাজ্যেই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এবছরের বিভিন্ন সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় টপ স্কোরিং ছাত্রছাত্রীদের চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, লক্ষ্যপূরণের জন্য স্বপ্ন দেখতে হয়। মনে রাখতে হবে নিজের মধ্যেই রয়েছে স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি। তাই ধৈর্য্য, একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম এবং প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই সফল হওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পুরস্কার প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা। ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার উপর নির্ভর করলে চলবে না। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলেই প্রকৃত শিক্ষার সার্থকতা আসবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই বলে থাকেন যে যুব শক্তিই হচ্ছে দেশের অন্যতম সম্পদ। যুব শক্তিকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেধার কোনও অভাব নেই। তাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে চাই সঠিক পরিকল্পনা। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন.সি. শর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, এস.সি.ই.আর.টি.-র অধিকর্তা এল, ডার্লং। এবছরের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের টপ স্কোরিং ছাত্রছাত্রীদের চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্সে ২২৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী প্রতীকী স্বরূপ ৫ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে ট্যাব ও শংসাপত্র তুলে দেন।

বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রান্তের ঘটনায় এবিভিপি'র ডেপুটেশন

বিশালগড়, ২৬ আগস্ট: গতকাল বিশালগড়ে শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী আক্রান্তের ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে শিক্ষামহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। গতকাল এই ঘটনাটি ঘটার পর আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র পক্ষ থেকে সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এবিভিপি নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, শিক্ষকের ওপর হামলা একেবারেই নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। শিক্ষকের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডেপুটেশনের সময় এবিভিপি'র প্রতিনিধি দল জানায়, শিক্ষক সমাজকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি,

কর্পোরেটরদের বৈঠকে মেয়র
পূজার আগে শহরে ড্রেন ও রাস্তাঘাটের কাজ শেষ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: দুর্গাপূজার আগেই পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় রাস্তাঘাট, ড্রেন সহ সর্বত্র সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাউন্সিলরদের নিয়ে পুর নিগমের কাউন্সিল হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার।

আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে তুলতে দ্রুত গতিতে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। মঙ্গলবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদারসহ পুর নিগমের সমস্ত কাউন্সিলররা।

বৈঠকে মূলত প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় অসম্পূর্ণ রাস্তাঘাট, ড্রেন ও সৌন্দর্যায়ন কাজ দ্রুত শেষ করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। স্মার্ট সিটি ও পৌর নিগমের যৌথ উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পূজার আগেই শহরের প্রতিটি কোণে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করা, জলাবদ্ধতা রোধে ড্রেন সংস্কার, রাস্তার খুঁত মেরামত ও আলো ব্যবস্থা সঠিকভাবে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয় কাউন্সিলরদের। মেয়র দীপক মজুমদার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, যাতে দুর্গাপূজা চলাকালীন সাধারণ মানুষকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি কাউন্সিলর নিজ নিজ ওয়ার্ড এলাকায় চলমান কাজের অগ্রগতি নিয়মিত তদারকি করবেন এবং অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রুত শেষ করার দায়িত্ব নেবেন। পাশাপাশি নাগরিক সুবিধা বাড়াতে নতুন প্রকল্প ও উদ্যোগগুলিকেও দ্রুত বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তা মেরামত ও ড্রেন পরিষ্কারের কাজ আরও গতিশীল হবে। এর ফলে দুর্গাপূজা চলাকালীন আগরতলা শহরের পরিবেশ আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন রূপে ফুটে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈঠকে বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সহ যাবতীয় বিষয়ে তদারকি করার জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

কৈলাসহরের প্রথমবারের মতো চালু হলো সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ আগস্ট: কৈলাসহরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হলো সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার। সোমবার ডি.কে. রোড সংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়িতে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় এই কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে দুর্দশাগ্রস্ত ও সহিংসতার শিকার মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো।

বিশেষত গার্হস্থ্য হিংসা, ধর্ষণ, যৌতুক নির্যাতন, যৌন অপরাধ, শিশুর উপর যৌন নির্যাতন, নারী পাচার, বাল্যবিবাহ কিংবা সাইবার অপরাধের মতো গুরুতর সমস্যার শিকার মহিলারা এখানে আশ্রয় ও সহায়তা পাবেন। জানা গেছে, কোনো মহিলা বা শিশু যদি এই কেন্দ্রে আসে, তবে তাদের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচদিন থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তাও দেওয়া হবেএবং সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে সরকার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে বিভিন্ন গ্রামীণ মহিলাদের হাতে হোকটপ (ইলেকট্রিক রান্নার চুল্লি) তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে স্বনির্ভরতার পথে মহিলাদের আরও এগিয়ে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ টিংকু রায়, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, পৌর পরিষদের কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায়, জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা সহ আরও অনেকে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের মাধ্যমে শুধু আশ্রয় ও নিরাপত্তাই নয়, ভুক্তভোগী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের দিকেও নজর দেওয়া হবে। এর ফলে উত্তর ত্রিপুরার মহিলাদের জন্য এক নতুন দিশা খুলে গেল বলে মনে করছেন অনেকে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সড়ক অবরোধ, অবশেষে আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তার উপর ওই ভগ্নদশা রাস্তাতেই প্রতিদিন চলাচল করছে ওএনজিসি'র ভারী যানবাহন, ফলে রাস্তাটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অবশেষে এ নিয়ে ক্ষোভ ফেটে পড়ল গ্রামবাসীর মধ্যে।

আজ সকালে ঋষ্যমুখ ব্লকের কাঁঠালিয়াবাড়ি ভিলেজে এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে তীব্র আন্দোলনে সামিল হন। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরে রাস্তার কোনো সংস্কার হয়নি। গর্তে ভরা রাস্তায় হাঁটাচলাও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু প্রতিদিন ভারী লরির চাপ রাস্তাটির অবস্থা আরও খারাপ করে তুলেছে।

রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলতে থাকলে জনজীবন কার্যত অচল হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তারা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এই রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আজ থেকেই সংস্কারকাজ শুরু হবে এবং আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করে দেওয়া হবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর স্থানীয়রা অবরোধ তুলে নেন। তবে তাঁদের হুঁশিয়ারি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে পুনরায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

অসময়ে নিভে গেল কৃষের জীবনদ্বীপ তার বাবা মায়ের পাশে দাঁড়াল আরোগ্য হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ আগস্ট: চাকমাঘাটের কুঁড়েঘরে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ব্লাড ক্যান্সারের মরণব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ শিশু কৃষ দাস। ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সে। অভাব-অনটনে জর্জরিত পরিবারের ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এভাবেই শেষ হলো একটি কোমল প্রাণের জীবনযুদ্ধ। কৃষের পরিবার এক কথায় দুর্ভাগ্যের প্রতীক। বাবা বিশ্বজিৎ দাস শতভাগ মুখবধির প্রতিবন্ধী, পেশায় একজন জেলে। মা বাসন্তী সাহা (দাস) ৭৫ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী। খোয়াই নদীতে মাছ ধরেই কোনোরকমে সংসার চলত। এমনিতেই দারিদ্র্য ও প্রতিবন্ধকতার বোঝা বইছিল পরিবারটি। এর মধ্যে চিকিৎসকের কাছ থেকে আসে দুঃসংবাদকৃষ আক্রান্ত ব্লাড ক্যান্সারে।

চিকিৎসার ব্যয় লাখ লাখ টাকা, যা এই পরিবারটির কাছে ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। অসহায় বাবা-মা সরকারি দফতরের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও কোনো সহায়তা মেলেনি। ফলে চিকিৎসা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। দিন গুনতে থাকে পরিবারটিকখন প্রিয় সন্তানকে হারাতে হবে। এই খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিষয়টি নজরে আসে আরোগ্য হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের সদস্যদের। তারা মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে বিভিন্ন সহৃদয় মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে কৃষের চিকিৎসার জন্য টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতাসংগৃহীত টাকা পরিবারের হাতে পৌঁছানোর আগেই নিভে যায় কৃষের প্রাণপ্রদীপ।

তবুও মঙ্গলবার ফাউন্ডেশনের সদস্যরা সেই সংগৃহীত অর্থ কৃষের মা-বাবার হাতে তুলে দেন। যদিও সেই অর্থ কৃষকে আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি, তবে হয়তো এই বিধ্বস্ত পরিবারের অনাহার ও অভাব কিছুটা লাঘব করবে। পাঁচ বছরের এক নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু সমাজের সামনে গভীর প্রশ্ন রেখে গেলশুধুমাত্র অর্থাভাবে কেন চিকিৎসা বঞ্চিত হবে একটি জীবন?

কেন সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পৌঁছায় না সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে?

বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রান্তের ঘটনায় গ্রেফতার রাহুল দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরীর উপর হামলার ঘটনায় অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক অভিযুক্ত। রাজ্য শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিকের কড়া হস্তক্ষেপে চাপের মুখে পড়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় বিশালগড় থানার পুলিশ। সোমবার গভীর রাতেই গৌতমনগর এলাকার বাসিন্দা রাহুল দাসকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত রাহুল দাস কুখ্যাত অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। কয়েক মাস আগে কড্ডুইমুড়া এলাকায় মোশারফ হোসেনের বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনাতেও তার নাম উঠে এসেছিল। শুধু তাই নয়, বিশালগড় বাইপাসসহ গোটা মহকুমাজুড়ে একাধিক বেআইনি কাজকর্মে সে সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর শিক্ষকমহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরীর উপর প্রকাশ্যে আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে বিশালগড় জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অবশেষে পুলিশের পদক্ষেপে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয় মহলে।

বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস জানিয়েছেন, "অভিযুক্তকে সোমবার রাতে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে তাকে বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।" পুলিশ পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতের সোপর্দ করেন। তবে মহামান্য আদালত পুলিশ রিমান্ড খারিজ করে তিন দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।বাকি চারজনকেও পুলিশের জালে আনবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়েছে, রাহুল দাসের বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো মামলা ইতিমধ্যেই রয়েছে এবং তার জেরায় আরও তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। তবে শিক্ষক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় মূল ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

ঊনকোটি জেলার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা মিলে মঙ্গলবার দিন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে সারা রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে রক্ত দান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তারি পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পালন করার পাশাপাশি রক্তদান কর্মসূচিতে এগিয়ে আসলেন ঊনকোটি জেলার দমকল কর্মীরা।

মঙ্গলবার দিন ঊনকোটি জেলার অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের মহতি রক্তদান শিবিরে উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রী ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ডাঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য্য, দপ্তরের জয়েন্ট ডাইরেক্টর মিঠুন দাস চৌধুরী প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী থেকে শুরু করে সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফ সহ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জোয়ানরা রক্তদান করেন। শতাধিক ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ মাত্রা নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। আজকের এই মেঘা রক্তদান শিবির নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বিস্তারিত জানিয়েছেন দপ্তরের জয়েন্ট ডাইরেক্টর মিঠুন দাস চৌধুরী।

তিন চোর সহ চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: তিন চোর সহ চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পশ্চিম থানার পুলিশ। শহরের রামনগর ৪নং রোড এলাকায় স্পোর্টিং ক্লাব সংলগ্ন মা ত্রিপুরেশ্বরী স্টোরে গত ২২ আগস্ট রাতে চুরির ঘটনা ঘটে। দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেট সহ নানান সামগ্রী চুরি যায়। এ ঘটনায় পশ্চিম থানায় একটি মামলা রুজু হয়।

মামলার পর পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিশেষ পুলিশ টিম তদন্তে নামে। টানা তল্লাশি ও অনুসন্ধানের পর গতকাল রাতে পশ্চিম থানার পুলিশ তিন চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়।

রোগী কল্যাণ সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত
দারিদ্র সীমার নীচে রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা বিনামূল্যে করার কাউন্টার হচ্ছে জিবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালের মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার আন্তরিক। রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহে রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। গতকাল এজিএমসি-র কাউন্সিল হলে রোগী কল্যাণ সমিতির (আরকেএস) গভর্নিংবডির সভায়ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন বিধায়িকা মীনা রাণী সরকার। এছাড়াও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান ডাঃ অশোক সিনহা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যও কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ও কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ, স্বাস্থ্য সচিব শ্রী কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অনুপ কুমার সাহা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী যাদের প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রায়োরিটি গ্রুপ, অন্ত্রোদয় এবং বিপিএল ভুক্তদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাসপাতালে হয় না, সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে হাসপাতালে বিনামূল্যে করার জন্য নতুন কাউন্টার খোলার অনুমোদন এই সভায় দেওয়া হয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সেন্ট্রাল ল্যাবের মান উন্নয়ন ও রোগীদের আরও আধুনিক পরিষেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন নতুন ধরনের পরীক্ষার সুবিধা সংযোজন এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হাসপাতালের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনেরআন টাইড ফান্ড ব্যবহার করে ট্রমা কেয়ার, ইমারজেন্সি মেডিসিন এবং পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের জন্য ওষুধ জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়।

রোগীদের সুবিধার্থে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে হাসপাতালে বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ বা পরামর্শ জমা দেবার জন্য বাক্স স্থাপন করা হবে। রোগী ও রোগীর পরিজনেরা এই বাক্সে তাদের অভিযোগ বা পরামর্শ লিখিত আকারে জমা করতে পারেন।

পরবর্তী সময়এই অভিযোগ বা পরামর্শ কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেপারে। রোগীদের সুবিধার্থে আগরতলা গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজে মে আই হেল্প ইউ ডেস্ক-এ ১০ জন সিভিল সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে। যারা রোগী ও তাদের পরিজনের হাসপাতালে বিভিন্ন পরিষেবা সহজে গ্রহণ করতে সহায়তা করবেন। এছাড়াও হাসপাতালে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রতারণার অভিযোগে স্মার্ট ভ্যালু প্রোডাক্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৬ শে আগস্ট:- অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে মানুষকে প্রতারণা করার অভিযোগে মঙ্গলবার দুপুরে বিলোনিয়া আর্য্যকলোনী এলাকায় গজিয়ে ওঠা স্মার্ট ভ্যালু প্রোডাক্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের অফিস ঘরে তালা লাগিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সিল করে দিল বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন।

ডিসিএম সঞ্জয় শীল স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর স্বরূপ মজুমদার কে সাথে নিয়ে এই অভিযান চালায়।

তিনি জানান কোন রকমের বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে এই সংস্থাটি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অর্ধ শিক্ষিত স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীরা এই ব্যবসার কাজে যুক্ত রয়েছে। এই সংস্থাটিতে কথা বলার মত কোন আধিকারিক নেই। সকলেই পার্টনার কমিশনের মাধ্যমে ব্যবসা চালায়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে স্বস্তির হাওয়া বইছে বিভিন্ন মহলে। এখানে কর্মরত কয়েকজন যুবক যুবতীরা জানায় তারা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এই সংস্থাটির পার্টনার হয়েছেন। প্রথমত কিছু টাকা লগ্নি করে অংশীদারিত্ব কিনে এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্যদের কাছে সেটা প্রচার করে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অর্থ সংগ্রহ করে। কোন বেতন ভোগী নয় শুধুমাত্র কমিশন। তারা জানায় প্রতি সপ্তাহে দেড় থেকে দু হাজার টাকা কমিশন পায় তারা। তাদের কথাবার্তাতেও অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। এখানে অংশীদারিত্ব এক যুবতি জানায় প্রায় ১৩ হাজার টাকা দিয়ে সে এখানে পার্টনার হয়। এখনো পর্যন্ত তিন বছর কাজ করেছে। প্রতি সপ্তাহে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা পায়। তার বাড়ি সোনামূড়া মহকুমায়। এখনো পর্যন্ত সে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা উপার্জন করতে পেরেছে বলে জানায়। এখানেই অসংলগ্নতা স্পষ্ট যদিও ওর কথা অনুযায়ী সপ্তাহে কমপক্ষে দেড় হাজার টাকা হলে মাসে প্রায় ৬০০০ টাকা, বছরে ৭২ হাজার টাকা এবং তিন বছরে দু লক্ষ টাকারও বেশি সে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে পেলে উপার্জন করতে পেরেছে। এই ধরনের বহু কোম্পানির ফাঁদে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছে অনেক পরিবার এবং বঞ্চিত হচ্ছে ব্যাংক লোন থেকে। মানুষ চাইছে এই ধরনের অর্থ লগ্নী কারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, গঠিত রাজ্য কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদ নতুন করে গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরা প্রদেশের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাকে। তাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানান বিরোধী সিনহা। তিনি জানান তাকে দায়িত্ব প্রদানের পর প্রতিটি জেলায় জেলা কমিটি ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে। মোট ৩৩ জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিটি জেলায় বৈঠক সংঘটিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas